এই দৃষ্টান্ত লইয়া যদি সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার করি, তবে বলুন, এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের কি স্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে বা হইবে ? বেদ তন্ত্র পুরাণ কোরাণ বাইবেল, প্রভৃতি জগতে যত শাস্ত্র উপশাস্ত্র আছে, প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, দেখি কাহার সাধ্য—এ প্রশ্নের উত্তর করিতে অগ্রসর হয় ? কে বলিবে যে, তিনি এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতিবড় মহা মহারথীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, "কেন জগৎ সৃষ্টি হইল" এই প্রশ্ন যেমন উঠিবে অমনি তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ করিবেন। কিরূপে জগৎ হইয়াছে, কিরূপে জগৎ রহিয়াছে, কিরূপে তাহার ধ্বংস হইবে, ইহা লইয়াই দর্শন শাস্ত্রের যত কিছু বিচার মীমাংসা, বাদ বিতণ্ডা, মতামত, কিন্তু, কেন জগৎ সৃষ্টি হইল ? এ কথা যেমন উঠিয়াছে, অমনি ষড় দর্শন তখন অদর্শন, "যোগ বিশেষকার, মীমাংসক আর, ন্যায় সাংখ্যসার, বেদ বেদান্ত, কেন সংসার, এর্ মীমাংসার, পথ দেখাতে সবাই অন্ধ" এই দুঃখেই সাধক কবি, রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"ছয় কানাতে করল পুঁথি, নাম হ'ল তার্ দর্শন"। শাস্ত্রের নিকটে যখন এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই, তখন আমাকে বাধ্য হইয়া নাস্তিক হইতে হইবে, আর না হয় বলিতে হইবে, তাঁহার কোন স্বার্থ অবশ্যই আছে। স্বার্থ আছে বলিলেই তাঁহাকে কতকটা খণ্ডিত করিয়া লওয়া হইল, নতুবা পর না থাকিলে স্ব সম্ভবে না, স্ব না হইলে ও স্বার্থ হয় না। সুখ না থাকিলে যেমন দুঃখের অনুভব হয় না, দুঃখ না থাকিলে ও যেমন সুখের অনুভব হয় না, আলোক [illegible] থাকিলে যেমন অন্ধকারের অনুভব হয় না, অন্ধকার না থাকিলে [illegible]ন আলোকের অনুভব হয় না, তদ্রূপ স্বার্থ না থাকিলে ও পরা[illegible], আবার পরার্থ না থাকিলে ও স্বার্থ থাকে না, তবেই [illegible]র্থের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন, তাঁহার সেই সৃষ্টি[illegible] পরার্থ অবশ্যই ছিল, নতুবা পর না থাকিলে কাহার অপেক্ষায় স্ব ? যদি পর ছিল, তবে তিনি কখন ও এক অদ্বি-

তীয় নহেন অবশ্যই কেহ না কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দী রহিয়াছে—[দেখিতে দেখিতে আবার সেই মুসলমানের শয়তান্ আসিয়া উপস্থিত হইল] দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পূর্ব্বে ও যদি কেহ তাঁহার পর ছিল, তবে সে পরের সৃষ্টি করিল কে ? যদি আর কেহ করিয়া থাকে, তবে ত ঈশ্বর সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন, আর যদি ঈশ্বরই তাহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে একতঃ ঈশ্বর কি এতই নির্ব্বোধ ? যে আপন ইচ্ছায় আপন শত্রু সৃষ্টি করিলেন ? দ্বিতীয়তঃ তাহাকে সৃষ্টি করিবার সময় ঈশ্বরের কোন স্বার্থ ছিল কি না ? যদি থাকে তবে সে স্বার্থের পরার্থ কি ? তখন আবার কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা দেখাইবার জন্য ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে—পরতঃ পর পর কল্পনা করিতে করিতে পরেই যখন জগৎ ভরিয়া গেল, ঈশ্বর তখন যদি সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তবে ত ঈশ্বর ও এক জন বিশ্বামিত্রের মত সৃষ্টি কর্ত্তা বই আর কিছুই নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, যদি নিঃস্বার্থ ভাবে তাহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার সময়ে তিনি এরূপ স্বার্থপর কেন ? আর হয় তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধি হউক, না হয়, না হউক, তজ্জন্য তিনি আমাকে এই সংসার চক্রে ফেলিয়া নিষ্পিষ্ট করিবার কে ? বলিবে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, আমি বলি তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হউন্ বা না হউন্ আমি দুর্ব্বল, আমাকে পদে পদে পিষ্ট পেষিত করিবার সময়ে তিনি বিলক্ষণ শক্তিমান্। তোমার ঈশ্বর না ন্যায় পরায়ণ ? তাঁহার বল আছে বলিয়াই তিনি আমাকে দিন রাত্রি প[illegible] পদে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবেন, এ তাঁহার কোন্ ন্যায় পরায়ণতা ? [illegible]ব তুমি আপন কর্ম্মফল আপনি ভোগ করিবে, তাহাতে তাঁ[illegible] কি ? আমি বলি আমাকে সৃষ্টি করিয়া এ কর্ম্মের প্রবৃত্তি [illegible] সও ত তোমার ঈশ্বরেরই কীর্ত্তি, চক্ষুর মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া [illegible]য়া "কাঁদিস্ কেন" বলিয়া আবার প্রহার, করুণাময় ঈশ্বরের এ কেমন করুণা তাহা ত

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দৃষ্টান্ত বাদিন্, বল! আমি এখন নাস্তিক হইব? না, বলিব ঈশ্বর ঘোর পক্ষপাতী বা মহাস্বার্থপর, তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া তাহার পরিনাম ত এই হইল? এখন একবার দৃষ্টান্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার আমার স্বার্থময় প্রবৃত্তির সহিত, ঈশ্বরের স্বার্থ প্রবৃত্তি মিলাইয়া দিতে পারে কি না? দেখিবে যে পথে বেদ বেদান্ত, সেই পথেই দৃষ্টান্তও যাত্রা করিয়াছেন—বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধর, দৃষ্টান্ত বলিবে—দোহাই ধর্ম্মের—আমার নাম "দৃষ্টান্ত" যাহা দৃষ্ট, আমি তাহারই অন্ত, যাহা দেখি নাই শুনি নাই—তাহার অন্ত দূরে থাক্, প্রান্ত ও নই। স্বাভাবিক নিয়মে আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, দৃষ্টান্ত তাহারই শেষ সিদ্ধান্ত—বুদ্ধির অতীত, অশ্রুত পূর্ব্ব, অদৃষ্ট পূর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তের এক পদ অগ্রসর হইবার ও সাধ্য নাই। তাই বলিতেছিলাম, সকল স্থলে দৃষ্টান্ত সমান অধিকার পায় না। তবেই এখন দৃষ্টান্তের অভাবেও তুমি যদি নির্গুণ ঈশ্বরে এত গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পার, তবে দৃষ্টান্তের অভাবে সাকার ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে এত কুণ্ঠিত হইবে কেন? দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র আধারে বহু আধেয় (শক্তি) স্বীকার করিতে তুমি কুণ্ঠিত, কিন্তু আধার যেখানে একেবারেই নাই, সেখানে স্বীকার করিবে কি করিয়া? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> অপানি পাদো জবন গ্রহীতা
> পশ্যত্য চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
> স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা
> ত মাহুরাদ্যং পুরুষং প্রধানং ॥

পাদ বিহীন হইয়াও তিনি শীঘ্রগামী, পানি হীন হইয়াও তিনি গ্রহীতা, চক্ষুঃ-হীন হইয়াও তিনি দর্শন করিতেছেন, কর্ণহীন হইয়াও তিনি শ্রবন করিতেছেন, নিখিল বিশ্বকে তিনি জানিতেছেন কিন্তু

তাঁহাকে জানিতে পারে, এমন কেহ নাই, শাস্ত্র তাঁহাকেই প্রধান এবং আদি পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একে বারে পানিপাদ চক্ষুঃ কর্ণ হীন হইয়াও যদি নিরাকার ব্রহ্ম গমন করিতে, গ্রহণ করিতে, দর্শন করিতে, শ্রবন করিতে পারেন, তবে আমার সাকার ব্রহ্ম পানিপাদ চক্ষুঃকর্ণ বিশিষ্ট হইয়াও গমন করিতে গ্রহণ করিতে দর্শন করিতে শ্রবন করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া তুমি চমকিয়া উঠ কেন ? তোমার অন্ধ যদি দেখিতে পান, তবে আমার চক্ষুষ্মানের অপরাধ কি ? তবেই ক্ষুদ্র, আধারে বহুশক্তির অবস্থান, এ দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনার আশা তোমাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইল । তার পর বলিবে— চক্ষুঃ কর্ণ না থাকিলেও যদি তিনি দেখিতে শুনিতে পান, তবে চক্ষুঃ কর্ণ গ্রহণ করিবেন কেন ? তাহার উত্তর স্বতন্ত্র । " অপানি পাদো জবন গ্রহীতা " এ শ্লোকের অর্থ কি তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ যে সত্য সত্যই তাঁহার চক্ষু কর্ণ নাই এবং চক্ষু কর্ণ না থালিলেও তিনি দেখিয়া শুনিয়া থাকেন ? যদি এরূপ বুঝিয়া থাক, তবে আরও কিছু বুঝিতে হইয়াছে—মনে কর, চক্ষু কর্ণ যে রাজ্যে আছে, দেখা শুনা সেই রাজ্যেরই কথা, যাঁহার কস্মিন্ কালেও চক্ষু কর্ণ নাই, তিনি দেখিতে শুনিতে শিখিলেন কোথায় ? করণ নাই, ক্রিয়া আছে ইহা বিশ্বাস করিবে কে ? ফলতঃ তাঁহার করণও নাই, ক্রিয়াও নাই, নিখিল করণ কারণের এক মাত্র কারণ যিনি, তাঁহার করণের কোন অপেক্ষা নাই—তাঁহার চক্ষুঃ ও নাই, কর্ণ ও নাই, দর্শন ও নাই শ্রবনও নাই। তিনি নিত্যজ্ঞান স্বরূপিনী চৈতন্যময়ী, অজ্ঞান তাঁহার জ্ঞান-শক্তিকে নিরুদ্ধ করিতে পারেনা —তাই জগতের নিখিল বস্তু বিষয়ক কোন জ্ঞানের অভাব তাঁহাতে নাই—

তুমি আমি, চক্ষু.কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, ইন্দ্রিয়ের অভাবেও তিনি স্বয়ং সেই জ্ঞানময়ী। ইন্দ্রিয়ের অভাব

জন্য তাঁহার জ্ঞানের অভাব হয় না। না দেখিয়া না শুনিয়াও তিনি সমস্ত জানেন, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—" স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা " তিনি সকলকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। বস্তুতঃ চক্ষু না থাকিলেও তিনি দর্শন করেন, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে, দর্শন না করিয়াও সমস্ত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার আছে. ইহাই শাস্ত্রার্থ, অন্যথা দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, চক্ষু না থাকিলে তাহা অসম্ভব। তাই শাস্ত্র শেষে আসিয়া বলিলেন " নহি তস্য বেত্তা "। প্রত্যেকটির শেষেই ' নহি তস্য গন্তা ' " নহি তদ্‌গ্রহীতা " " নহি তস্য দ্রষ্টা " " নহি তস্য শ্রোতা " বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহার কোনটিরই কিছু উল্লেখ না করিয়া, শেষে আসিয়া কেবল বলিলেন " নহিতস্য বেত্তা " অর্থাৎ "সবেত্তিবিশ্বং" এই টুকুই সূত্র, আর সমস্তই তোমাকে আমাকে বুঝাইবার বৃত্তিমাত্র। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষজন্য জ্ঞান গুলি সংগ্রহ করিয়া বলিলেন — এই সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জন্য, তোমার আমার যে জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ের অভাবেও সেই সমস্ত জ্ঞান তাঁহাতে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে, তাই কেবল শেষটিতে আসিয়া বলিলেন " নহি তস্য বেত্তা " উপসংহারে, তিনি সকলের অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞ কেহ নাই, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার তিনি, তাঁহার জ্ঞানের আধার কেহ নাই। তিনিই সর্ব্বজ্ঞানের নিধান এবং নিদান, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। চক্ষু না থাকিলেও তাঁহার দর্শন আছে, ইহা প্রতিপাদ্য নহে।

তৃতীয়তঃ। পরিচ্ছিন্ন আকারে অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে না, এতাবতা তুমি এই বলিতেছ যে, তাঁহার সর্ব্বদর্শিতা শক্তি অনন্ত, কিন্তু সীমাবদ্ধ মূর্ত্তির চক্ষুটি ক্ষুদ্র, ইহা দ্বারা তুমি তাঁহার মূর্ত্তি বা চক্ষু মান না, ইহাত প্রতিপন্ন হয় না, বরং আমি যে চক্ষু বলিয়াছি, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া যেন তুমি ক্ষুব্ধ, আমার উল্লিখিত মূর্ত্তি অপেক্ষা তুমি আর ও অতি বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিতে চাও—যাঁহার

পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করিতে না পারে। তবে ত দেখি, তুমি আমা অপেক্ষা ও ঘোরতর সাকারবাদী। বস্তুতঃ সাকার বাদের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই ভগবান্ বা ভগবতী যখনই নিজ ভক্তকে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—যখন ভক্ত ব্যগ্রহৃদয়ে কাঁদিয়া বলিয়াছেন "তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে চাই" তখনই ভক্ত বৎসল ভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন, সেই অসীম তেজোময় দুর্নিরীক্ষ্যমূর্ত্তি, সহজ চক্ষুর দৃষ্টি গম্য নহে, তাই করুণাময়ী ভক্তকে প্রথমে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়া পরে তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন—ভগবদগীতায়াং—

এব মেতদ্ যথাত্থ ত্ব মাত্মানং পরমেশ্বর
দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপ মৈশ্বরং পুরুষোত্তম।
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টু মিতি প্রভো
যোগেশ্বর ততো মেত্বং দর্শয়াত্মান মুত্তমং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ।
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রা নশ্বিন্যৌ মরুতস্তথা
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বানি পশ্যাশ্চর্য্যানি ভারত।
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টু মিচ্ছসি।
নতুমাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগ মৈশ্বরং।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপ মৈশ্বরং।
অনেক বক্ত্রনয়ন মনেকাদ্ভুত দর্শনং

অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং
দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেব মনন্তং বিশ্বতো মুখং।
দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাস স্তস্য মহাত্মনঃ।
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা
অপশ্য দ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডব স্তদা।
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলি রভাষত॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে সর্ব্বাং স্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্
ব্রহ্মাণ মীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদর বক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতো নন্তরূপ
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

পরমেশ্বর! তুমি তোমার আত্মস্বরূপ যাহা বলিলে, তাহা এই রূপই সত্য, হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই ঈশ্বর বিভতিময় রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার অধিকারী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে হে প্রভো, হে যোগেশ্বর! তোমার সেই উত্তম আত্মস্বরূপ আমাকে দর্শন করাও। শ্রীভগবান্ বলিলেন। পার্থ! আমার নানাবর্ণ, নানা অকৃতি, নানাবিধ শত শত সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দর্শন কর, ভারত! আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ অশ্বিনী কুমার মরুদ্গণ এবং এতদতিরিক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বহু আশ্চর্য্য দর্শন কর। গুড়াকেশ! অদ্য আমার এই দেহে একত্রস্থিত সচরাচর কৃৎস্ন জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, সে সমস্ত দর্শন কর। কিন্তু তোমার এই স্বাভাবিক চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ

প্রদান করিতেছি তদ্দ্বারা আমার ঈশ্বর-বিভূতি যোগ দর্শন কর। সঞ্জয় বলিলেন। রাজন্! অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি, এই রূপ বলিয়া পরম ঐশ্বর রূপ পার্থকে দর্শন করাইলেন। অনেক বক্ত্র এবং নয়ন তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, অনেক অদ্ভুত দর্শন তাহাতে প্রকটিত হইয়াছে. অনেক দিব্য আভরণ তাহাতে শোভমান হইতেছে এবং অনেক দিব্য আয়ুধ তাহাতে উদ্যত হইয়াছে। সে রূপ দিব্য মাল্যাম্বর ধর, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় অনন্ত এবং বিশ্বতোমুখ। নভোমণ্ডলে একদা সহস্র সূর্য্যের প্রভা সমুদিত হইলে, যদি সেই প্রভা সেই মহাত্মার দেহ প্রভার সমান হয়। পাণ্ডব, সেই দেবদেবের বিরাট দেহে একত্রস্থিত কৃৎস্ন জগৎকে অনেকরূপে বিভক্ত দেখিলেন। অনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট ধনঞ্জয় পুলকাঞ্চিত কলেবরে ভগবচ্চরণারবিন্দে মস্তক প্রণত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। দেব! তোমার এই বিরাট দেহে সমস্ত দেবতা এবং ভূতবিশেষ সঙ্ঘ (স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি) তথা কমলাসন ব্রহ্মা এবং সমস্ত দিব্য ঋষি এবং দিব্য উরগবর্গকে দর্শন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! তোমাকে সর্ব্বতঃ [সমস্ত দিক্ হইতে] অনেক বাহু উদর বক্ত্র নেত্র পুঞ্জে বিমণ্ডিত দর্শন করিতেছি, কিন্তু, অনন্ত রূপ! তোমার আদি মধ্য অন্ত কিছু দেখিতেছি না॥

মহা ভাগবতে ভগবতীগীতায়াং—দেবী হিমালয় সংবাদে—

হিমালয় উবাচ।

মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মম সুতা জাতাসি নিত্যাপি যৎ
ভাগ্যং মে বহুজন্মজন্মনি ততং সর্ব্বং মহৎ পুণ্যদং
দৃষ্টং রূপ মিদং পরাৎপরতরং মূর্ত্তিং ভবত্যা অপি
মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষু স্তে দিব্যং পশ্য মে রূপ মৈশ্বরং

ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্বা বিজ্ঞান মুত্তমং
স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা।
শশিকোটিপ্রভং চারু চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরং
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ জটা মণ্ডিতমস্তকং।
ভয়ানকং ঘোররূপং বিস্মিতো হিমবান্ পুনঃ
প্রোবাচ বচনং মাতা রূপ মন্যৎ প্রদর্শয়।
ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ
রূপ মন্যন্মুণিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী।
শরচ্চন্দ্র নিভং চারু মুকুটো[illegible]

[illegible] পনং
যোগীন্দ্রবৃন্দ [illegible] ম্বুজং ॥
সর্ব্বতঃ পাণি[illegible] সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং
দৃষ্ট্বা তদেতৎ র[illegible] রূপ মৈশ্বর ক্রমং
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্লমানসঃ।

হিমালয় উবাচ।

মাত স্তবেদং পরমং রূপ মৈশ্বর মুত্তমং
বিস্মিতোস্মি সমালোক্য রূপ মন্যৎ প্রদর্শয়।
ত্বং যস্য সহশোচ্যোপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি
অনুগৃহ্ণীষ মাতর্ম্মাং কৃপয়া ত্বাং নমো নমঃ॥

কিঞ্চ তত্রৈব হিমালয় কৃতস্তবে—

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগে দেবোথবা মানুষঃ।
তৎ কিং স্বল্পমতি ব্র্বীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈগু ণৈঃ

নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বশি তুভ্যং নমঃ ॥

হিমালয় বলিলেন। মাতঃ তুমি নিত্যা [জন্মমৃত্যুরহিতা] হইয়াও যে, কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে কন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তোমার এই কৃপার মূল স্বরূপ আমার বহু জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য প্রদ ভাগ্য অবশ্যই ছিল, তাহারই ফলে তোমার এই ব্রহ্মময়ী কন্যা মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, কোটি জন্মার্জ্জিত কঠোর তপস্যার ফল না থাকিলে আমার সহস্রবৎসরের প্রার্থনাতে ও ইহা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তোমার এই মূর্ত্তি দর্শনেই আমার পুণ্যফলের স্থায়িত্ব ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই মা! এই বার আমি নিঃসম্বল হইয়াছি, [illegible] বলিবার কিছু নাই, পূর্ব্বে তুমি আপনিই বাধ্য হইয়া [illegible] আমি তোমার কৃপার ভিখারী

[illegible] করাও। বিশ্বেশ্বরি! [illegible]

[illegible]মার কি সাধ্য আছে মা! [illegible] হা কেবল তোমার ঐ চারু চরণাম্বুজে চির প্রণাম। দেবী ব[illegible]ন। পিতঃ! আমি তোমায় দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছি, তুমি সেই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে আমার সর্ব্বেশ্বর রূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের সংশয়চ্ছেদন কর, এবং আমাকে সর্ব্বদেবময়ী বলিয়া জান।

শ্রীমহাদেব দেবর্ষি নারদকে বলিলেন। দেবী সেই প্রণত পর্ব্বতরাজকে এই রূপে উত্তম বিজ্ঞান [ব্রহ্মজ্ঞান] প্রদান করিয়া তৎকালে নিজ দিব্য মাহেশ্বর স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। দেবীর সেই কোটিশশধর-প্রভাধর চারুচন্দ্রার্দ্ধ ভূষণে সুন্দর শোভিত ললাটতট, বাম এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল এবং বরধারী, জটাজুট মুকুটে মণ্ডিত মস্তক, তথাপি দুর্দর্শ তেজঃ পুঞ্জপ্রভায় ভয়ানক অপেক্ষা ও ভয়ানক রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হিমালয় ভীত এবং অতৃপ্ত অন্তঃ করণে পুনর্ব্বার বলিলেন, মাতঃ! অন্য রূপ প্রদর্শন কর ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর বিশ্বরূপা সনাতনী পূর্ব্বরূপ সংহরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যরূপ প্রদর্শন করিলেন। সে অপরূপ রূপ শরদিন্দু সুন্দর প্রভ, চারুমুকুটদীপ্তিচ্ছটায় সমুজ্জল মস্তক, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সুশোভিত ভুজ চতুষ্টয়, দেদীপ্যমান ত্রিনেত্র জ্বালায় উজ্জ্বলীকৃত, দিব্যাম্বর এবং দিব্যমালায় অলঙ্কৃত, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, যোগীন্দ্র বৃন্দবন্দিত সুচারু চরণাম্বুজ প্রভায় সুরঞ্জিত॥ আবার তৎক্ষণাৎ দর্শন করিলেন, সেই বিরাট রূপের সমস্ত দিক্ হইতে অসংখ্য ভুজ প্রসারিত হইয়াছে, অনন্ত চরণ বিন্যস্ত হইয়াছে, সকল বিভাগে চক্ষুঃ বিস্ফারিত হইয়াছে, সকল দিকে মুখমণ্ডল সুশোভিত হইতেছে, এই পরমোত্তম অদ্ভুত ঐশ্বর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-মানস নগেন্দ্র, নন্দিনীরূপিনী ব্রহ্মময়ীর চরণাম্বুজে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মাতঃ ! তোমার এই উত্তম পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, পুনঃ প্রার্থনা, রূপান্তর প্রদর্শন কর। পরমেশ্বরি ! তুমি যাহার হইয়াছ, সে জগতে অশোচ্য [শোকের অবিষয়ীভূত] প্রত্যুত ধন্য, [জগতে কোন না কোন অভাব যাহার না আছে, এমন কেহ নাই, কিন্তু মা ! তুমি যাহার হইয়াছ, তুমি যাহার নিজের হইয়াছ, যাহার ক্ষুদ্র আত্ম সম্বন্ধ তোমার বিরাট সম্বন্ধে মিশিয়া গিয়াছে, অথবা যাহার ক্ষুদ্র সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তুমি তোমার বিরাট সম্বন্ধ হারাইয়া ভক্তবৎসলা ভক্তস্নেহে বদ্ধ হইয়াছ, সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও শরণাগতের শরণাগতা হইয়াছ, নিখিল জগৎ পালিকা কালিকা হইয়াও বালিকারূপে ভক্তসন্তোষের ভিক্ষার্থিনী সাজিয়াছ, আর অধিক কি মা ! ত্রিজগতের জননী হইয়াও তুমি যাহার তনয়া হইয়াছ, তাহার কিসের অভাব মা ! অভাব থাকিলে ত কোন না কোন বস্তু বিষয়ক অভাব থাকিবে, কিন্তু মা ! তুমি থাকিলে আর সে অভাব থাকিতে পারেনা—"যচ্চ কিঞ্চিৎ কৃচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ! তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং

কিং স্তুয়সে তদা" জগতে কোথাও যে কোন সদসৎ জড় চৈতন্য বস্তু আছে, তুমি তাহার সকলের ভাবস্বরূপিনী, তাই বলি মা! বিশ্বরূপিনী তুমি যাহার হইয়াছ" এ বিশ্ব দূরে থাক্, তোমার প্রভাবে অনন্তকোটি বিশ্বচরাচরেও তাহার কোন অভাব থাকিতে পারেনা, তাই সে, জগতে অশোচ্য। যাহার কেহ নাই, তাহার জন্যই লোকে শোক করে, সর্ব্ব-স্বরূপিনী তুমি যাহার সর্ব্বস্ব রূপিনী, তাহার জন্য শোক কিসের মা? তাহার যাহা নাই, তাহাও তুমি, যাহা আছে তাহাও তুমি, তোমার ভাবে ডুবিলে জীব, ভাব অভাব এই উভয় ভাবের অতীত হইয়া যায়, সংসারে দীন হীন অকিঞ্চন হইয়াও তোমার প্রসাদে তোমার সম্মুখে সে যে রাজরাজেশ্বর, তাই তাহাকে দেখিয়া কাহারও কোন শোক হয় না, অধিকন্তু ঈর্ষা হয়, সেই ঈর্ষা চরিতার্থ করিতে না পারিয়াই জীব জগৎ তাহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া কীর্ত্তন করে] মাতঃ! কৃপা করিয়া আমায় অনুগ্রহ কর, অর্থাৎ এ কৃপার পরেও আমি আবার কৃপাপ্রার্থী, নতুবা কোন্ বলে অনন্তরূপিনীর রূপ দর্শন করিতে সাহস পাইব? সেই কৃপা করিবে জানিয়াই বলিতেছি করুণাময়ি! তোমার চরণে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম।

অন্যান্যরূপ দর্শনের পর হিমালয় নিজকৃত স্তবশেষে বলিয়াছেন মাতঃ! দেব অথবা মানব হউক, ত্রিভুবনে কাহার সাধ্য যে বহু যুগ ব্যাপিয়াও তোমার এই বিশ্বাত্মক রূপ এবং গুণের সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারে? দেবি! তোমার যে স্বরূপ ব্রহ্মাদিরও অগম্য, অল্পমতি আমি তাহার সম্বন্ধে কি বলিব? তবে আমার বলিবার এই যে, নিজ গুণে এই পর্য্যন্ত কর মা! যদি অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর তোমার মহামায়ায় আমাকে মুগ্ধ করিও না, আর কিছু বলিবার নাই মা! বিশ্বেশ্বরি! তোমায় প্রণাম॥

নিরাকারবাদিন্! শাস্ত্রোক্ত এই সকল রূপ গুণময় বিরাট লীলা

দেখিয়াও কি, তাঁহার মূর্ত্তি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার ক্ষোভ হয় ? তুমি যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই অনন্ত চক্ষু, অনন্ত চরণ, অনন্ত হস্ত, অনন্ত মস্তক অনন্ত আকাশে স্থান পাইতেছে না, ইহা অপেক্ষা অনন্তের অনন্ত লীলা আর কি দেখিতে চাও ? ত্রিভুবন বিজয়ী অর্জ্জুন যখন ভগবানের সেই করাল কালমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিয়া বলিতেছেন —

নভঃস্পৃশং দীপ্ত মনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।
দংষ্ট্রাকরালানিচ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি
দিশো ন জানে ন লভেচ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

বিষ্ণো ! তোমার গগণমণ্ডলস্পর্শী বিবিধবর্ণরঞ্জিত বদনব্যাদান-বিশিষ্ট প্রদীপ্তবিশালনেত্র রূপ দর্শন করিয়া প্রব্যথিত অন্তঃকরণে আমি ধৈর্য্য এবং শান্তি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তোমার দংষ্ট্রাকরাল কালানলসন্নিভ মুখ মণ্ডল সমস্ত দর্শন করিয়া আমি দিগ্‌-বিদিগ্‌ জ্ঞান পর্য্যন্ত বিরহিত হইয়াছি এভয়ঙ্কর মূর্ত্তিদর্শনে কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছি না, দেবেশ ! জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও। [পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, তুমি দেব. কিন্তু এখন জানিলাম তুমি দেবেশ, পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলাম, জগতে তোমার নিবাস, কিন্তু এখন বুঝিলাম, তোমাতে জগতের নিবাস, তাই বলি প্রভো ! আমার [জীবের] সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়াগিয়াছে এখন তুমি আপন গুণে আপনি প্রসন্ন হইয়া তোমার স্বরূপ দর্শন করিবার অধিকার দাও] । সাধক ! ইহা শুনিয়াও কি সে মূর্ত্তি দর্শন করিতে তোমার আমার সামর্থ্য বা সাহস আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় ? এই ব্রহ্মাণ্ডবিদারী লোকক্ষয়কারী বিরাট প্রভাব কি তোমার মতে ক্ষুদ্রশক্তির পরিচয় ? সমুদ্রে জল অল্প নহে, তোমার আমার কলসটি ক্ষুদ্র, তাই কলসের জল দেখিয়া সমুদ্রের পরিমান লইতে গিয়া গৃহে বসিয়া অপার সমুদ্রকে ও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে,

ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। কি জানি—যদি বল, অর্জ্জুনের জ্ঞাতিবধ—ভয়ভীত দুর্ব্বল মানব হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ণ ঐশ শক্তির পরিচয় নহে, এই আশঙ্কায় আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব—নরলীলায় অর্জ্জুন পূর্ব্ব হইতেই অধর্ম্ম ভয় ভীত ইহা সত্য, কিন্তু সে ভয় ত জীবের, যিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের অতীত, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র যম চন্দ্র সূর্য্য নিয়ত ভীত, তিনি ত কাহাকেও দেখিয়া ভয় করেন না. নিখিলদেব-মণ্ডলী মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া যিনি একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়, "পরমেশ্বর" নাম যাঁহার স্বরূপ বিশেষণ, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ডসংহার করিয়াও যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম মহাকালরূপে স্বয়ং অজর অমর অব্যয় অক্ষর রূপে নিত্য বিরাজিত, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পরম পুরুষের হৃদয় ত দুর্ব্বল বা কাহাকেও দেখিয়া ভীত নহে—কিন্তু একবার দেখিয়া লও, তিনি কেমন ভীতকম্পিত কলেবরে পলায়ণের পথ না পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন—দেখিয়া লও, শাস্ত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন—

দক্ষ যজ্ঞ যাত্রাকালে জগদম্বা বারম্বার অনুমতি প্রার্থনা করাতে ও মহাদেব যখন তাহা অনুমোদন করেন নাই, তখনই ভগবানের পতিপত্নী ভাবজন্য অভিমান অবলোকন করিয়া তাহা চূর্ণ করিবার জন্য পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী দাক্ষায়ণী যখন ভীম ভৈরবী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছেন—শাস্ত্র তখনই বলিতেছেন—

মহাভাগবতে—

এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং জাজ্জল্যমানং নিজতেজসা সতী
কৃতাট্টহাসং সহসা মহাস্বনং সোত্তিষ্ঠমানা বিররাজ তৎপুরঃ ॥ ১ ॥
তথাবিধাং কার্য্যবতীং নিরীক্ষ্যতাং বিহায় ধৈর্য্যং সহচেতসাতদা
চকার বুদ্ধিং স পলায়নে ভয়াৎ সমভ্যধাবচ্চদিশো বিমুগ্ধবৎ ॥২॥
তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্যবৈ দাক্ষায়ণী বারয়িতুং পুনঃ পুনঃ
চকার মাভৈ রিতি শব্দ মুচ্চকৈঃ সাট্টাট্টহাসং সুমহাভয়ানকং॥৩ ॥
মিশম্য তদ্বাক্য মতীব সংভ্রমা তস্থৌন শম্ভুঃ ক্ষণ মপ্যমুত্রবৈ

দিগন্ত মাগন্তু মতীববেগতঃ সমভ্যধাবদ্ভয়বিহ্বল স্তদা ॥ ৪ ॥
এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াভিভূতং দয়ান্বিতা সা প্রতিবারণেচ্ছুঃ
সর্ব্বাসু দিক্ষু ক্ষণ মগ্রতঃ স্থিতা তদাচ ভূত্বা দশমূর্ত্তয়ঃ পরা ॥৫॥
স ধাবমানো গিরিশোতিবেগতঃ প্রাপ্নোতি যাংযাংদিশমেব তত্রতাং
ভয়ানকাং বীক্ষ্য ভয়েন বিদ্রুতো দিশংতথান্যাং প্রতি চাভ্যধাবত॥৬
ন প্রাপ্য শম্ভু র্হি ভয়োঝিঝতাং দিশং তত্রৈব সংমুদ্রিতচক্ষু রাস্থিতঃ
উন্মীল্য নেত্রানি দদর্শ তাংপুরঃ শ্যামাং লসৎপঙ্কজসন্নিভাননাং॥৭॥
হসন্মুখীং পীনপয়োধরদ্বয়াং দিগম্বরীং ভীমবিশাললোচনাং
বিমুক্তকেশীং রবিকোটি সন্নিভাং চতুর্ভুজাং দক্ষিণ সম্মুখস্থিতাং ॥৮
এবং বিলোক্য তাং শম্ভু র্মহাভীত ইবাব্রবীৎ
কা ত্বং শ্যামা, সতী কুত্র গতা মৎপ্রাণবল্লভা ॥ ৯ ॥

সত্যুবাচ—

ন পশ্যসি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাং ॥ ১০ ॥
কালী তারাচ লোকেশী কমলা ভুবনেশ্বরী ।
ছিন্নমস্তা শোড়ষীচ সুন্দরী বগলামুখী ।
ধূমাবতীচ মাতঙ্গী নামান্যাসামিমানিবৈ ॥ ১১ ॥

শিব উবাচ —

কস্যাঃ কিং নাম দেবি ত্বং বিশিষ্য চ পৃথক্ পৃথক্
কথয়স্ব জগদ্ধাত্রি সুপ্রসন্নাসি মে যদি ॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ—

যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা ।
শ্যামবর্ণাচ যা দেবী স্বয়ং মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা ।
সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিনী ॥ ১৩ ॥
সব্যেতরেয়ং যাদেবী বিশীর্ষাতিভয়প্রদা ।
ইয়ং দেবী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে ॥ ১৪ ॥
বামে তবেয়ং যাদেবী সা শম্ভো ভুবনেশ্বরী

পৃষ্ঠতস্তব যা দেবী বগলা শত্রুসূদনী ॥ ১৫ ॥
বহ্নিকোণে তবেয়ং যা বিধবারূপ ধারিণী
সেয়ং ধূমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥ ১৬ ॥
নৈঋত্যাং তব যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ।
বায়ৌ যা তে মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গিনামিকা ॥ ১৭ ॥
ঐশান্যাং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ।
অহন্তু ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা ত্বং ভয়ং কুরু ॥ ১৮ ॥
এতাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্ত্তয়ো বহু মূর্ত্তিষু ।
ভক্ত্যা সংভজতাং নিত্যং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদাঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িন্যঃ সাধকানাং মহেশ্বর
মারণোচ্চাটন ক্ষোভ মোহন দ্রাবনানিচ
বশ্যস্তম্ভন বিদ্বেষাদ্যভিপ্রেতানি যানিচ ॥ ২০ ॥
ইমাঃ সর্ব্বা গোপনীয়া ন প্রকাশ্যাঃ কদাচন
তাসাং মন্ত্রং তথা যন্ত্রং পূজাহোম বিধিং তথা
পুরশ্চর্য্যা বিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা
আচারং নিয়মং চাপি সাধকানাং মহেশ্বর
ত্বমেব বক্ষ্যসি বিভো নান্যো বক্তাত্র বিদ্যতে
তবোক্তাগমশাস্ত্রন্তু লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
আগম শ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহু মম শঙ্কর
তাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ ২২ ॥
যস্ত্বেতৌ লঙ্ঘয়েন্মোহাৎ কদাচিদপি মূঢ়ধীঃ
সোধঃ পততি হস্তাভ্যাং গলিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
তাবেব শ্রেয়সাং হেতু দুরূহাবতি দুর্ঘটৌ ।
সুধীভিরতিদুর্জ্ঞেয়ৌ পারাপারবিবর্জিতৌ ॥ ২৪ ॥
যশ্চাগমং বা বেদং বা সমুল্লঙ্ঘ্যান্যথা ভজেৎ ।
তমুদ্ধর্ত্তুং মশক্তাহং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিবিচ্য চানয়ো রৈক্যং মতিমান্ ধর্ম্ম মাচরেৎ।
কদাচিদপি মোহেন ভেদয়েন্ন বিচক্ষণঃ ॥ ২৬ ॥
আসাং যে সাধকা স্তেতু সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
মর্য্যর্পিতান্তঃকরণা ভবেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ২৭ ॥
মন্ত্রং যন্ত্রঞ্চ কবচং দত্তং যদ্গুরুণা স্বয়ং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন তৎপ্রকাশ্যং ন কুত্রচিৎ ॥ ২৮ ॥
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদশুভং ভবেৎ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গোপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৯ ॥
ইতিতে কথিতো ধর্ম্মো মহাদেব মহামতে।
অহং তব প্রিয়তমা, ত্বঞ্চ মেতিপ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৩০ ॥
পিতুঃ প্রজাপতে র্দর্প—নাশায়াদ্য ব্রজাম্যহং
তদাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বং ন গচ্ছসি চেদ্‌যদি ॥ ৩১ ॥
ইতি দেব মমাভীষ্টং ত্বয়ি বানুমতাপ্যহং
গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতুর্দক্ষ প্রজাপতেঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মহাভীত ইব স্থিতঃ
প্রোবাচ বচনং শম্ভুঃ কালীং ভীম বিলোচনাং ॥ ৩৩ ॥

শিব উবাচ।

জানে ত্বাং পরমেশানীং পূর্ণাং প্রকৃতি মুত্তমাং।
অজানতা মহামোহাদ্ যদুক্তং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৩৪ ॥
ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতা।
স্বতন্ত্রা পরমা শক্তিঃ কস্তে বিধিনিষেধকঃ ॥ ৩৫ ॥
ত্বঞ্চেদ্ গমিষ্যসি শিবে দক্ষ যজ্ঞ বিনাশনে।
কা মে শক্তি স্ত্বাং নিষেদ্ধুং কথং তত্রাস্মি বা ক্ষমঃ ॥ ৩৬ ॥
যচ্চোক্ত মতিমোহেন স্বমাত্মানং পতিং তব।
তৎক্ষমস্ব মহেশানি যথারুচি তথা কুরু ॥ ৩৭ ॥

সতী, এইরূপ নিজতেজঃ পুঞ্জে জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সহসা মহানির্ঘোষ অট্ট হাস্য করিয়া মহেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইলেন। ১। মহাদেব, দেবীর তথাবিধ অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যপরিহার পূর্ব্বক মনে মনে পলায়ণ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন এবং ভয়ে বিমুগ্ধ হইয়া দিগ্ দিগন্ত অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ২। দাক্ষায়ণী কৈলাস নাথকে এইরূপে ধাবিত দেখিয়া তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য বারংবার মহাভয়ঙ্কর অট্ট অট্ট হাস্য পূর্ব্বক উচ্চৈঃ স্বরে "মা ভৈঃ মাভৈঃ" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৩। দেবীর সেই বিকট অট্ট অট্ট হাস্য সংকৃত মাভৈঃ ধ্বনি শ্রবন করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমভরে মহাদেব আর ক্ষন মাত্র ও তথাতে অবস্থান করিতে পারিলেন না, তখন একেবারে ভয় বিহ্বল হইয়া অতিবেগে দিগন্তে পলায়ণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার ধাবিত হইলেন। ৪। পরমেশ্বরী পতিকে এইরূপ ভয়ে অভিভূত দেখিয়া সদয় হৃদয়ে তাঁহাকে প্রতিবারণের নিমিত্ত দশ দিগন্ত পূর্ণ করিয়া দশ মহাবিদ্যারূপে ক্ষণ-কালের জন্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা হইলেন। ৫। তখন অতিবেগে ধাবমান হইয়া গিরিশ যে দিকে উপস্থিত হন, সেই দিকেই দেখিতে পান, সম্মুখে এক একটি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, ভয়ে সে দিক্ পরিত্যাগ করিয়া আবার অন্যদিকে ধাবিত হন, আবার সম্মুখেই দেখিতে পান সেই মূর্ত্তি। ৬। এইরূপে বারং বার দশ দিগন্তে ধাবিত হইয়াও যখন দেখিলেন, কোন দিক্ আর ভয়শূন্য নাই, তখন নিতান্ত অনুপায় হইয়া নয়নত্রয় মুদ্রিত করিয়া ধরাতলে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আন্তরিক বিভীষিকাভয়ে আবার যেমন ত্রিয়ন উন্মীলন করিয়াছেন, অমনি সম্মুখে দেখিলেন—বিকসিত-ইন্দীবরসুন্দরাননা মন্দস্মিত বিম্বাধরা পীনোন্নতপয়োধরা ভীমবিশাললোচনা বিমুক্তকেশী চতুর্ভুজা দিগম্বরী নবনীরদশ্যামকান্তি অথচ কোটি সূর্য্য সমুজ্জলপ্রভা দক্ষিণ দিকে সম্মুখভাগে অবস্থিতা দক্ষিণার দিব্য মূর্ত্তি। ৮। এইরূপ

অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াও ভগবান্ শম্ভু যেন মহাভীত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—এ শ্যামারূপিনী আপনি কে ? আমার প্রাণবল্লভা সতী কোথায়। ৯। দেবী বলিলেন, মহাদেব ! এই আমি তোমার সতী তোমার সম্মুখেই রহিয়াছি, তথাপি চিনিতে পারিলে না ?।১০। তোমার দশ দিগ্ বিভাগে যে এই দশ মহামূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছ—ইহাঁদিগের নাম কালী তারা কমলাত্মিকা ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ষোড়ষী সুন্দরী বগলামুখী ধূমাবতী ও মাতঙ্গী। ১১। মহাদেব বলিলেন—দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে ইহাঁদিগের কাহার কি নাম তাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ কর। ১২। দেবী বলিলেন—যিনি তোমার সম্মুখ ভাগে ভীমলোচনা কৃষ্ণবর্ণা ইনি কালী। যিনি তোমার মস্তকের ঊর্দ্ধে বিরাজিতা শ্যামবর্ণা, ইনিই মহাকাল স্বরূপিনী মহাবিদ্যা তারা। ১৩। মহামতে ! যিনি তোমার দক্ষিণে এই শীর্ষহীনা অতিভয়ঙ্করী দেবী, ইনিই মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। ১৪। শম্ভো ! যিনি তোমার বাম ভাগে অবস্থিতা ইনিই দেবী ভুবনেশ্বরী। যিনি তোমার পৃষ্ঠ ভাগে অবস্থিতা ইনিই শত্রুসংহারকারিনী দেবী বগলা। ১৫। যিনি তোমার অগ্নিকোণে এই বিধবা রূপধারিণী, ইনিই সেই মহাবিদ্যা মহেশ্বরী দেবী ধূমাবতী। ১৬। যিনি তোমার নৈঋত কোণে অবস্থিতা ইনি ত্রিপুরসুন্দরী, যিনি বায়ুকোণে ইনিই মহাবিদ্যা মাতঙ্গী। ১৭। যিনি তোমার ঈশানকোণে অবস্থিতা, ইনিই মহেশ্বরী ষোড়শী, আর আমিই স্বয়ং ভীমা ভৈরবী ; শম্ভো ! ভবভয় নিবারিনী আমার এই দশবিধ বিভূতি দর্শন করিয়া তুমি ভীত হইও না,। ১৮। আমার নিখিল মূর্ত্তি মধ্যে এই দশবিধ মূর্ত্তিই পূর্ণ বিভূতি বলিয়া জানিবে, ভক্ত সাধকের সম্বন্ধে ইহাঁরাই নিয়ত চতুর্ব্বর্গফল প্রদা। ১৯। মহেশ্বর ! মারণ উচ্চাটন ক্ষোভন মোহন দ্রাবন বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষণ প্রভৃতি যাহা কিছু সাধকগণের অভিপ্রেত, সে সমস্ত

অভীষ্ট ইহাঁরা প্রদান করেন। ২০। এই দশ মহাবিদ্যা সকলেই গোপনীয়া, কেহ কদাচ প্রকাশ্যা নহেন। ইহাঁদিগের মন্ত্র যন্ত্র পূজা হোম পুরশ্চরণ স্তোত্র কবচ আচার নিয়ম ইত্যাদি যাহা কিছু সাধক গণের প্রয়োজনীয়, মহেশ্বর! তুমিই তাহার বিধি ব্যাখ্যা করিবে, জগতে তাহার অন্য বক্তা কেহ নাই। তোমার প্রকাশিত আগম শাস্ত্র ত্রিলোক বিখ্যাত হইবে। ২১। শঙ্কর! আগম এবং বেদ এই উভয়, আমার উভয় বাহু স্বরূপ, সেই উভয় বাহু দ্বারাই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ আমি ধারণ করিয়া আছি, অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতেছে।২২। যে মূঢ় মোহবশতঃ আমার সেই বাহুদ্বয় লঙ্ঘন করে, সে আমার এই ত্রিভুবন নিস্তারহেত হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।২৩। সেই আগম ও বেদই জীব জগতের একমাত্র কল্যাণ হেতু, কিন্তু তদুক্ত অনুষ্ঠান অতিদুর্ঘট, তাহার তত্ত্ব সুবুদ্ধিগণের ও দুর্জ্ঞেয়, এবং ঐ উভয় শাস্ত্র, অপার অনন্ত। ২৪। আগম বা বেদকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য উপায়ে যে আমাকে উপাসনা করে, মহাদেব! তাহাকে উদ্ধার করিতে আমি অসমর্থা, ইহা অতিবাদ নহে, নিঃসংশয় সত্য বলিয়া জানিও। ২৫। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক জানিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে, মোহবশতঃ বিচক্ষণ কদাচ এই উভয়কে বিভিন্ন জ্ঞান করিবেন না। ২৬। যাঁহারা এই পুর্ব্বোক্ত দশ মহাবিদ্যার উপাসক হইবেন, সাধারণ সমক্ষে তাঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করিবেন, এবং অন্তঃকরণ আমাতে অর্পণ করিয়া সুসমাহিত হইবেন। ২৭। ইহাঁদিগের মন্ত্র যন্ত্র কবচ ইত্যাদি যাহা কিছু গুরু-দত্ত বস্তু, সাধক প্রযত্ন সহকারে তাহা গোপন করিবেন কোথাও প্রকাশ করিবেন না। ২৮। প্রকাশ হইলে সিদ্ধির হানি হইবে এবং অমঙ্গল ঘটিবে, এ জন্য সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা গোপন করিবেন। ২৯। মহাদেব! প্রসঙ্গক্রমে এই উপাসনা ধর্ম্ম তোমার

নিকট কথিত হইল, আমার এই দশবিধ মূর্ত্তি দর্শনে বিভীষিকা-গ্রস্ত হইয়া স্বরূপতঃ আমার অভিন্ন প্রেম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইও না—আমি তোমার সেই প্রিয়তমা এবং তুমি ও আমার সেই অতিপ্রিয় পতিরূপেই অবস্থিত রহিয়াছ। ৩০। দেবদেব! অদ্য কেবল সেই দর্পান্ধ পিতা প্রজাপতির দর্পনাশ করিবার জন্য গমন করিব, তাই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যদি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত না হও, তবে অনুমতি কর, আমি যাত্রা করিব। ৩১। দেব! ত্বৎকর্ত্তৃক অনুমতা হইয়া পিতা দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বিনাশ নিমিত্ত গমন করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। ৩২।

নারদের প্রতি মহাদেব বলিলেন—

দেবীর এই বাক্য শ্রবন করিয়া শম্ভু যেন মহাভীত হইয়া ভীম-লোচনা কালীকে বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেবি! জানি তুমি পূর্ণোত্তমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী, মহামোহ প্রযুক্ত তাহা বিস্মৃত হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। ॥ ৩৪ ॥ তুমি আদ্যা পরমা বিদ্যা, সর্ব্ব-ভূতে অবস্থিতা সর্ব্বান্তর্যামিনী, তুমি স্বতন্ত্রা—সত্য সঙ্কল্পরূপিনী স্বাধীন—ইচ্ছাময়ী; তুমি পরমা, সর্ব্বেশ্বরের অধীশ্বরী; তুমি শক্তি, নিত্যচৈতন্যরূপিনী সদানন্দময়ী, তুমি বিধি নিষেধের অতীতা তরীয়ব্রহ্মরূপিনী, তোমার বিধি বা বিধানকর্ত্তা, নিষেধ বা নিষেধ-কর্ত্তা কেহ নাই ॥ ৩৫ ॥ শিবে! তুমি শিবশক্তিস্বরূপিনী, তুমি যদি স্বয়ং দক্ষ যজ্ঞবিনাশে গমন কর, তবে আর তোমাকে নিষেধ করিতে শিবের শক্তি কোথায়? আর সেই নিষেধ করিতেই বা আমি সাহসী হইব কেন? ॥ ৩৬ ॥ তোমারই মহামায়ায় অতিমুগ্ধ হইয়া, "পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে বা পতিনিন্দা শ্রবন করিবে" ইত্যাদি বাক্যে আমি বারংবার আমাকে যে তোমার 'পতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, মহেশ্বরি! সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ইচ্ছাময়ি! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর ॥ ৩৭ ॥

শাস্ত্রার্থদর্শিন্! মহাপ্রলয়কারী মহারুদ্র পর্য্যন্ত যাহা দর্শন করিয়া ভীতকম্পিত স্তম্ভিত পলায়িত, সে বিভূতি বিস্তারও কি তোমার মতে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত? দেবীযুদ্ধে নিশুম্ভ নিপাতের পর ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী ইন্দ্রাণী কৌমারী বারাহী নারসিংহী চামুণ্ডা কৌষিকী এবং শিবদূতীকে রণোন্মাদিনী দেখিয়া শুম্ভ যখন সেই রণরঙ্গিনীকে ব্যঙ্গস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্ব মাবহ
অন্যাসাং বল মাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥

"ভুজ বলগর্ব্বিতে দুর্গে! আর গর্ব্ব বহন করিও না, অন্যান্য দেবশক্তি সমুহের সাহায্য আশ্রয় করিয়া যাহার যুদ্ধ, "একাকিনী ত্রিভুবনবিজয়িনী বলিয়া তাহার এত অভিমানিনী হওয়া অনুচিত।" অন্তর্যামিনী কৃপা করিতে বসিয়া আর কৃপণতা করিবেন কেন? সমরক্ষেত্রে শুম্ভকে আজ সেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, যাহা সিদ্ধ শুদ্ধ জীবন্মুক্ত যোগিজনেরও অশ্রুত পূর্ব্ব—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।

জগদম্বা ইহা জানেন যে দৈত্যরাজ দুষ্টবুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়াছেন, অথবা স্বভাবতঃই দুষ্টপ্রকৃতি, কিন্তু কি জানি "অপরাধ পরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং" পুত্র শত সহস্র অপরাধে আবৃত হইলেও জননী যেমন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না অধিকন্তু সহাস্য কৃত্রিম কোপ কটাক্ষে চাহিয়া "দুষ্ট"! বলিয়া হাঁসিয়া যেমন আনন্দে তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লয়েন—আজ্ জগজ্জননীও তেমনী কোপ কুঞ্চিত কৃপালোচনে চাহিয়া শুম্ভকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—দুষ্ট! আমি একাই আছি—এ জগতে আমার আর দ্বিতীয়া কে? কত গুলি দেবশক্তি দেখিয়া তোমার সন্দেহ হইয়াছে, সে সন্দেহ ভঞ্জন করি—[মা যেন আদর করিয়া বলিতেছেন দুষ্ট!

এত দেবশক্তি দেখিতেছ, কৌশল করিয়া তাহার মূল তত্ত্ব জানিতে চাও ?] এই দেখ আমার বিভূতি সকল আমাতেই প্রবেশ করে—

ততঃ সমস্তা স্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ং
তস্যা দেব্যা স্তনৌ জগ্মু রেকৈবাসীত্তদাম্বিকা— ।

অনন্তর ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামাত্রেই ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেবীবর্গ ব্রহ্মময়ীর কলেবরে প্রবেশ করিলেন, শুম্ভ দেখিলেন সমরাঙ্গনে একাকিনী অম্বিকা বই আর কেহ নাই। তখন দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন—

অহং বিভূত্যা বহুভি রিহ রূপৈ র্যদাস্থিতা
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব।

"বিভূতি বিস্তার পূর্ব্বক আমি যে বহুরূপে অবস্থিতা হইয়াছিলাম, সে সমস্ত রূপ সংহরণ করিলাম, যুদ্ধ স্থলে এই আমি একাকিনী রহিলাম—এই বার শুম্ভ! স্থির হও।"

অনেক মা দেখিয়া বালক যেন আপন মাকে চিনিতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, তাই যেন মা নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়া সন্তানকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—দেখিলে ত—আমিই মা, এমন স্থির হও। কিন্তু শুম্ভ ত নিজের পরিচয় না দিয়া কেবল তাঁহার পরিচয় পাইয়াই শান্ত হইবার পাত্র নহেন, তাই বীরজননীর বীরসন্তান বীর ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বীরসাধনে অগ্রসর হইলেন। মা! যে আপন বাহুবলে দৌড়াইয়া গিয়া তোমার কোলে উঠিতে পারে, সে তোমার করুণার ভিখারী নহে, তাই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল বিকম্পিত করিয়া তুমুল রণ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, ইহ পরলোকের জয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চিরবিজয়ী দৈত্যরাজ সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হইলেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—যিনি দেবীর শূলাগ্র বিক্ষত হৃদয়ে গতাসু হইয়া নভঃ কক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইলে তাঁহার দুর্ব্বহ দেহভারে সপ্তকুলাচল—সপ্ত সমুদ্র—সপ্তদ্বীপ—সম্বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী মণ্ডল বিচলিত হইয়াছিল, যিনি

হত হইলে অখিল লোক প্রসন্ন হইয়াছিল এবং নিখিল জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল, ঘোর কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন নভোমণ্ডল নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে যে সকল উৎপাত মেঘ ইতস্ততঃ কেবল উল্কা বমন করিতেছিল, তাহারা প্রশমিত হইল, যাঁহার ঘন ঘোর কোদণ্ড-টঙ্কারে এবং বজ্রনিস্বন হুহুঙ্কারে স্রোতস্বিনী নদীকুল স্তম্ভিত হইয়া স্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন তাঁহারই নিপাতে নিঃশঙ্কহৃদয়ে নিজ নিজ পথে যাত্রা করিলেন, দেবগণ নিজ নিজ অন্তঃকরণে অপার আনন্দ-ভরে আক্রান্ত হইলেন, গন্ধর্ব্বগণ ললিত স্বরে সঙ্গীত সাধনে নিযুক্ত হইলেন, কিন্নর সিদ্ধ সাধ্যগণ বাদ্যবিনোদে রত হইলেন, অপ্সরো-গণের নৃত্য আরম্ভ হইল, পবিত্র বায়ু সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিবাকর এত দিনে নিজ প্রখর প্রভা ধারণ করিলেন, অগ্নিগণ এত দিনে শান্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন, এত দিনে দিগ্‌দিগন্তে তাঁহাদের প্রতিধ্বনি প্রশান্ত হইল।

সাধক! যাঁহার ভয়ে জগতের এই বিধিনিয়ত নৈসর্গিক প্রক্রিয়া দ্বার সকল রুদ্ধ হইয়াছিল, কাহার সহিত তাঁহার প্রতাপের তুলনা হয়? আজ্‌ সেই ত্রৈলোক্য সম্রাট্‌ মায়াবী শুম্ভ যাঁহার মহামায়ায় বিমুগ্ধ, তাঁহার বিভূতি অল্প বলিয়া মনে করা কি তোমার আমার জীবনের অল্পতা, বুদ্ধির অল্পতা, সৌভাগ্যের অল্পতা বলিয়া বোধ হয় না? শতস্কন্ধরাবণবধে ভগবান্‌ রামচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহার মায়ায় আত্মবিস্মৃত, তাঁহার সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী মহাশক্তি কি ক্ষুদ্র? মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ অবতারে যাঁহার লীলায় বেদ উদ্ধৃত, জগৎ ধৃত এবং ধরিত্রীমণ্ডল দংষ্ট্রাগ্রে সংস্থাপিত, তাঁহার সে লীলা কি পূর্ণ ঐশ শক্তির পরিচয় নহে? ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে স্ফটিক স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া অদ্ভুত নৃসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব, মা গো যশোদার সম্মুখে নিজ বদন মণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন, স্তন্য আ-কর্ষণে পূতনা—প্রাণনিধন, সপ্তম বর্ষীয় বালকের এক হস্তে গোবর্দ্ধন

পর্ব্বত ধারণ, মায়িক গোবৎস গো গোপাল সঞ্চারণে ত্রিভুবনের অজ্ঞাতসারে বৎসরাবধি ব্রহ্মার বিমোহন, নবকৈশোর বয়ঃক্রমে—বহু যুগান্ত তপঃসিদ্ধা প্রেমোন্মাদিনী অসংখ্য গোপ কামিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যুগপৎ প্রতিকামিনীর সহবাসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে সম্ভোগ লীলাচ্ছলে কন্দর্প দর্প নির্ম্মূলন, যমুনাজলে অক্রূরকে বিরাট রূপ প্রদর্শন, যদিও পূর্ণ ব্রহ্মের পক্ষে ইহাই পূর্ণ বিভূতির পরিচয় নহে ; তথাপি, মানব! জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমি কি ইহার অতিরিক্ত স্বপ্নেও কখন চিন্তা বা ধারণা করিতে পারি ? জীবজগৎ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকটে ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত পরিচয় অনেক পাইতে পারিত ; কিন্তু সে ইচ্ছা করিতে তাহার সাধ্য নাই, "এত দূর তোমার ঐশী শক্তির পরিচয় দাও," এই রূপে—তাঁহার মহিমার "এত দূর"—এই ইয়ত্তা করিতে জীবের বুদ্ধি অসমর্থ, তাই ভূভার-হরণচ্ছলে ভক্তগণের তপস্যার ফলে তিনি যে পর্য্যন্ত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই জীবের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। তাই বলি, আধার ক্ষুদ্র বলিয়া দুঃখ করিও না, আধার স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র নহে, ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্য্যোদ্ধারের জন্যই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ, ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র জীব তুমি আমি তাঁহার চক্ষে কীটানুকীট পরমাণু বলিয়াও গণ্য নই—তাঁহার সেই ব্রহ্মাদি দেবদুর্লভ বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে তোমার আমার অধিকার কি? দ্বিতীয়তঃ, মহত্ত্ব, বৃহত্ত্ব লইয়া তুমি আমি যেমন অন্যের নিকটে প্রভুত্ব প্রদর্শন করি, বিশ্বপ্রভুর সেরূপ প্রভুত্ব-প্রদর্শনের প্রয়োজন কিছু নাই, শুম্ভ নিশুম্ভ রাবণ কুম্ভকর্ণই যাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার না করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই, তুমি আমি আর তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া কি করিব? তাই বলি, বামন দেবকে "বামন" বলিয়া মহাবলী বলিরাজ যখন নিস্তার পান নাই, তখন তুমি আমি বামন হইয়া আর সে ভক্ত হৃদয়-আকাশের চন্দ্রে হস্তক্ষেপ করিতে যাই কেন? জলের দৃষ্টান্ত লইয়া তুমি যেমন বলিবে, ক্ষুদ্র

আধারে বৃহৎশক্তি থাকিতে পারে না,—অগ্নির দৃষ্টান্ত লইয়া আমি তেমনই বলিতে পারি, অতি ক্ষুদ্র আধারের অভ্যন্তরেও অনন্ত শক্তি নিত্য নিগূঢ় রহিয়াছে—কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ তোমার পর্ব্বতাকৃতি তৃণের উপর ফেলিয়া দাও, দেখিবে দাহ্য বস্তুর সংযোগে সেই স্ফুলিঙ্গে তৃণ-পর্ব্বত ব্যাপিয়া গিয়াছে, গগণাঙ্গণ সংস্পর্শি—বিপুল শিখা, নিজপ্রভা পটলে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিতেছে, তখন স্ফুলিঙ্গ আর স্ফুলিঙ্গ নাই, দিগ্‌দাহকারী ভৈরবজ্বালাবলী সঙ্কুল কালানলে পরিনত হইয়াছে। তদ্রূপ, ভগবানের অবতার মূর্ত্তি তুমি যত কেন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে না কর, ঐশ বিভূতি পরিচয়ের উপযুক্ত পদার্থ আনিয়া দাও, তখন দেখিবে প্রহ্লাদের নৃসিংহের ন্যায়, অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, যশোদার গোপালের ন্যায়, গোপিকার শ্যামসুন্দরের ন্যায়, অক্রূরের নন্দনন্দনের ন্যায়, শুম্ভের শ্যামার ন্যায়, হিমালয়ের উমার ন্যায়, রামের সীতার ন্যায়, শিবের সতীর ন্যায় শক্তি শক্তিমানের অনন্ত ব্রহ্মলীলায় ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া যাইবে—সেই দিন বুঝিবে, তাঁহার মহিমা ক্ষুদ্র নহে, জীবের অধিকার ক্ষুদ্র, তাঁহার রূপ ক্ষুদ্র নহে, জীবের চক্ষু ক্ষুদ্র, তিনি ক্ষুদ্র নহেন, ক্ষুদ্র কেবল তুমি আমি। তাই বলি সাধক! ক্ষুদ্র আধারে অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত সহায় করিয়া সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়ার মহিমা পরীক্ষা করিতে আর অগ্রসর হইও না, এই সময়ে সময় থাকিতে চরণে শরণাপন্ন হইয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া বল! মা! আমার বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধান্ত সব ফুরাইয়াছে, এখন তুমি আপনি কৃপা করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায়, শুম্ভের ন্যায় আমার এই সন্দেহ সমরে দাঁড়াইয়া একবার তোমার স্বরূপরূপে ভুবন ভরিয়া দাও, দেখিয়া জীবন সার্থক, জন্ম সার্থক নয়ন সার্থক, করিয়া লই, মা! আমি তোমার হইয়া তোমাতে ডুবিয়া পড়ি।

সাধক! অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আবার বলিতে হইতেছে—

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকগণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে আরও চারিটি বচন, তাঁহাদের অনুকূল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, উক্ত চারিটি বচন তাঁহাদের প্রমাণ হইলেও প্রমাণ যে কেমন প্রমাণ তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য ঐ চারিটি বচনের আদ্যন্তস্থিত দেবীর প্রশ্ন এবং সদাশিবের প্রত্যুত্তরাত্মক সমস্ত অংশটিই আমাদিগকে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, ইহা দেখিলেই বুদ্ধিমান্ গণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন—সহস্রমারী না হইলে চিকিৎসক হওয়া কেমন দুর্ঘট—

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—চতুর্দশোল্লাসে—

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্ বিভো
বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈ স্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥
অপূজনীয়াঃ কৈ র্দোষৈ র্ভবেয়ু র্দেবমূর্ত্তয়ঃ
ত্যজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাং ॥ ২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহ মর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেব মর্চ্চয়েৎ
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৩ ॥
ততঃ ষন্মাস-পর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ
তদাষ্টকলসৈ র্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥ ৪ ॥
ষন্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্সংস্কার বিধানতঃ
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৫ ॥
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্ বুধঃ ॥ ৬ ॥
হীনাঙ্গংস্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ
স্পর্শাদিদোষদুষ্টস্ত সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥
মহাপীঠেঽ নাদি লিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বংস্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ৮ ॥

যদ্ যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃনাং কর্ম্মানুজীবিনাং
নিঃশ্রেয়সায় তৎসর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৯ ॥
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষর্ণার্দ্ধমপি দেহিনঃ
অনিচ্ছন্তোপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০ ॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি ত্বঃখ মশ্নন্তি কর্ম্মণা
জায়ন্তেচ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণোবশাৎ ॥ ১১ ॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং
প্রবৃত্তয়ে হল্পবোধানাং ত্বশ্চেষ্টিত নিবৃত্তয়ে ॥ ১২ ॥
যতোহি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভ মেবচ
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিন স্তীব্রযাতনাং ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মণোপি শুভাদ্দেবি ফলেষ্বাসক্তচেতসঃ
প্রয়ান্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥
যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বা হশুভমেববা
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃনাং কল্পশতৈরপি ॥ ১৫ ॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৬ ॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং নবিন্দতি ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং তত্ত্ব বিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
বিহায় নাম রূপানি সত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ২০ ॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমা দুপবাস শতৈরপি
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ২১ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ
দেহস্থোপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ ॥ ২২ ॥
বালক্রীড়নবৎসর্ব্বং নাম রূপাদিকল্পনং
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃনাং চেন্মোক্ষসাধনী
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবা স্তদা ॥ ২৪ ॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তা বীশ্বরবুদ্ধয়ঃ
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তিতে ॥ ২৫ ॥
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ
ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনা শ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥ ২৬ ॥
বায়ুপর্ণকণাতোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ২৭ ॥
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ
স্তুতির্জপো ধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা ॥ ২৮ ॥
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো নচ পূজনং ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে
কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ স্তপোভি র্নিয়মব্রতৈঃ ॥ ৩০ ॥
সত্যং বিজ্ঞান মানন্দ মেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ
স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যান ধারণা ॥ ৩১ ॥
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ
নাপিধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ৩২ ॥
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু
কিং তস্য বন্ধনং কস্মা ন্মুক্তি মিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
স্বমায়ারচিতং বিশ্ব মবিতর্ক্যং সুরৈরপি
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ৩৪ ॥

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাং
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ৩৫ ॥
ন বাল্য মস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জন্তুঃ
সদৈকরূপ শ্চিন্মাত্রো বিকার পরিবর্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব নচাত্মনঃ
পশ্যন্তোপি ন পশ্যন্তি মায়া প্রাবৃত বুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মান মীক্ষতে ॥ ৩৮ ॥
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ৩৯ ॥
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেপি তাদৃশং
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ৪০ ॥
আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনং
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন সন্তত্যা ধনেন বা
আত্মনাত্মান মাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনো স্ত্যপরং প্রিয়ং
লোকে স্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া
বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবেকোবশিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥
জ্ঞান মাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি সতত্ত্ববিৎ ॥ ৪৫ ॥
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণং
চতুর্ব্বিধাবধূতানা মেতদেব পরং ধনং ॥ ৪৬ ॥

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে চতুর্দশ উল্লাসে শ্রীমন্মহাদেব কর্ত্তৃক দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিধি ব্যবস্থা কথিত হইলে দেবী কহিলেন—বিভো! যদি

অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা বাধ হয়, তাহা হইলে তৎকালে ভক্তগণের কর্ত্তব্য কি, তাহা আমাকে স্বরূপতঃ বল । ১ । কোন্ কোন্ দোষে দেবমূর্ত্তি সকল পূজার অযোগ্য হয়েন, কোন্ দোষে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়, এবং সেই সকল দোষ পরিহারের উপায় কি, তাহাও বল ॥ ২ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন—

এক দিন পূজা বাধ হইলে দেবতাকে দ্বিগুণ অর্চ্চনা করিবে, দুই দিন বাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ পূজা করিবে । তিন দিন পূজা বাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিবে । ৩ । তার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত যদি পূজা বাধ হয়, তাহা হইলে স্ব স্ব মন্ত্রাভিমন্ত্রিত অষ্টকলসপূর্ণ জল দ্বারা দেবতার অভিষেক করিয়া পূজা করিবে । ৪ । ছয় মাসের পরেও যদি পূজা বাধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠাকালীন বিধি অনুসারে দেবতাকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া পূজা করিবে । ৫ । দেব মূর্ত্তি খণ্ডিত স্ফুটিত কিম্বা ভগ্ন হইলে জলে বিসর্জন দিবে, বিশেষ দোষযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে সেই দেবমূর্ত্তির আর পূজা করিবে না । ৬ । হীনাঙ্গ স্ফুটিত এবং ভগ্ন দেবমূর্ত্তি জলে বিসর্জন দিবে, কিন্তু অস্পৃশ্যজাতির সংস্পর্শ প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলে তাঁহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চ্চনা করিবে ।৭। মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গ সর্ব্বদোষ বিবর্জিত, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষ হইলেও তাহাতে দেবত্বের হানি হয় না । অতএব অভিলসিত সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাপীঠে এবং অনাদি লিঙ্গে সর্ব্বদা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে । ৮ । মহামায়ে ! কর্ম্মাধিকারী মানবগণের মুক্তির নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সবিশেষরূপে সে সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম । ৯ । এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যেন ভবিষ্য কাললক্ষ্যে ভগবান্ মহাকালের ললাটনেত্র বিস্ফারিত হইল—

আজ্ কাল্ কর্ম্মত্যাগী এমন্ তত্ত্বজ্ঞানী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়,

যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, "কর্ম্মকাণ্ড ও ত কেবল অজ্ঞানের জন্য বই নয়,—যাহার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সে কর্ম্ম করিবে কেন?" দুঃখের কথা বলিব কি, যাঁহারা এই সকল কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে ও অধিকাংশই কর্ম্মকারী এবং কর্ম্মচারী, তবেই, এখানে কর্ম্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, দেবতার উপাসনার জন্য যে কর্ম্ম তাহাই অজ্ঞান গণের নিমিত্ত, তদ্ভিন্ন—স্ত্রী পুত্রাদির জন্য যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানীকেও অবশ্য, করিতে হইবে, কেন না শাস্ত্র বলিয়াছেন—" তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসন মেব " যাহা হউক, বোধ হয় এই সকল ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই যেন সকল জ্ঞানীর অন্তর্যামী ভগবান্ আবার বলিতেছেন।

" দেহ ধারী জীব মাত্রেই কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহ ক্ষণার্দ্ধ ও অবস্থিত হইতে পারে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীব বাধ্য হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, " অর্থাৎ কেহ যেমন বায়ুর গতি রুদ্ধ করিতে না পারিয়া সকলেই তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ কর্ম্মের অনিবার্য্য গতি কেহ রোধ করিতে না পারিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়। ১০। জীব কর্ম্ম দ্বারাই সুখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশেই জাত মৃত এবং অবস্থিত হয়, । ১১। এজন্য সাধন যোগে আমি বহুবিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, অল্পজ্ঞানী গণের নির্ব্বাণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির পরবর্ত্তি—অবস্থায় উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, এবং দুশ্চেষ্টিত নিবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা সাধু সঙ্কল্পে হৃদয় ব্যাপৃত থাকিলে দুষ্কার্য্যের চিন্তাই আদৌ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে না এই জন্য। ১২। [এত ক্ষণে কর্ম্ম সূত্রটি যেন একটু বিশদ বিস্তৃত রূপে ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন] " যে হেতু কর্ম্ম দ্বিবিধ, শুভ এবং অশুভ, অশুভ কর্ম্ম হইতে জীব কর্ম্ম ফলে আসক্তচিত্ত সুতরাং কর্ম্ম পাশনিযন্ত্রিত হইয়া ইহলোকে পরলোকে বারম্বার যাতায়াত করে " অর্থাৎ ঐ যে বুঝিয়াছ, দেব দেবীর উপাসনার জন্য কর্ম্ম করিলে তাহা হয় বন্ধনের জন্য, আর

সংসারের জন্য যাহা করি, তাহা কেবল বন্ধন মোচনের জন্য, এই বুদ্ধি বন্ধনের গ্রন্থিটি একটু শিথিল করিতে হইবে—বুঝিতে হইবে, যাহার জন্য যাহা কর, তাহাই জানিবে " কর্ম্ম " তন্মধ্যে যাহা সৎ, তাহাই জানিবে শুভ, এবং যাহা অসৎ তাহাই অশুভ, এই শুভ অশুভ উভয় বিধ কর্ম্মই জীবের সংসার বন্ধনের মূল। ১৪। এই শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় যত কাল না হয়, শত কল্প গত হইলেও তত কাল জীবের মুক্তি হয় না। অর্থাৎ সৎ কর্ম্মের যেমন ক্ষয় হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অসৎ কর্ম্মের ও তেমনই ক্ষয় হইবে, নতুবা তোমার সৎকর্ম্ম গুলি সব উঠিয়া যাইবে, অথচ অসৎ কর্ম্মের প্রবাহ সমানই থাকিবে, অথবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ কর্ম্মক্ষয়ে সংসার বন্ধন মোচন হইবে না, অধিকন্তু সৎকর্ম্মের অভাবে স্বর্গের বন্ধন ছিন্ন হইবে অসৎকর্ম্মের প্রভাবের নরকের বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে। ১৫। শৃঙ্খল লৌহময় হউক, অথবা স্বর্ণময় হউক, তাহাতে যেমন বন্ধনের কিছু মাত্র তারতম্য হয় না, তদ্রূপ কর্ম্ম ও শুভ হউক বা অশুভ হউক জীবকে বন্ধন করিতে উভয়েই সমান সমর্থ তাহাতে কিছু মাত্র বৈষম্য হয় না। সৎ হউক, বা অসৎ হউক, কর্ম্ম সঞ্চিত থাকিলেই সে, জীবকে সংসারে পুনরাবৃত্ত করিবে, তাহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। ১৬। সতত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া ও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না করে, তাবৎ মুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞান তত্ত্বের অনুশীলন না থাকে, তবে সে কর্ম্ম কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি বিধান করিতে পারে না। ১৭।

তত্ত্ব বিচার [ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিভূতি ভিন্ন জগৎ স্বতন্ত্র নহে এই বিচার] এবং নিষ্কাম কর্ম্ম এই উভয় দ্বারা পাপের ক্ষয় এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তবে জ্ঞানের উদয় হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন এবং কর্ম্ম ফলের কামনা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর ভগবদারাধনা করিতে করিতে যখন দেখিবে, অন্তঃকরণে

পাপের প্রবৃত্তিই আর হয় না, রজোগুণ এবং তমোগুণের কোন বৃত্তিবিকাশ না হইয়া কেবলই শুদ্ধ সত্ত্বের অনুভব হয়, অন্তঃকরণ এইরূপ নির্ম্মল হইলে তখনই তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় জানিবে । ১৮ । ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়াকল্পিত, কেবল পর ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে তবে জীব প্রকৃত সুখ লাভ করে। অর্থাৎ দ্বৈত জগতের এই যাহা কিছু বিচিত্রতা পরি-দৃশ্যমান, এ সমস্তই স্বপ্ন বা ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যবৎ মায়ারচিত। একমাত্র ঐন্দ্রজালিক পুরুষ ভিন্ন, তাহার কৃত ক্রিয়া সমস্তই যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহার কৃত এই সংসার দৃশ্য সমস্তই মিথ্যা। লৌকিক নিদ্রার ভঙ্গ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল স্বপ্ন তিরোহিত হয়, তদ্রূপ ভগবৎ প্রসাদে মায়ানিদ্রার ভঙ্গ হইলেও সেই সঙ্গে সঙ্গেই এই মায়াময় সংসার ও তিরোহিত হইয়া যায় । জাগিলে জীব যেমন দেখিতে পায়—কেবল সে, নিজেই রহিয়াছে, আর নিদ্রাও নাই. স্বপ্ন ও নাই তদ্রূপ জীবের আত্মচৈতন্যের উদয় হইলেও তিনি তখন দেখিতে পান, কেবল একমাত্র পরমাত্মা আমিই রহিয়াছি, আর মায়া ও নাই, সংসার ও নাই । জীব যখন এই রূপে তত্ত্ব সমুদ্রে ডুবিয়া যান, তখনই তিনি সেই সুখে সুখী, যে সুখের পর আর কখনও দুঃখ নাই। ১৯। সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সত্য নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিততত্ত্ব হইয়াছেন, তিনিই কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ২০।

সমস্ত নাম রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চল সত্য ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত-তত্ত্ব হইতে হইবে ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম যদি সত্য এবং নিশ্চল, তবেই নামরূপ মিথ্যা এবং চঞ্চল। যাহা সত্য, তাহাই চির-স্থায়ী, যাহা মিথ্যা তাহাই ক্ষণ ভঙ্গুর, সুতরাং সত্যে পোঁছিতে হইলেই মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে, মায়াতীত ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবিতে হইলেই মায়াময় নামরূপ পরিহার করিতে হইবে।

নাম রূপ বলিতে এখানে স্বরূপ নামরূপ বুঝিতে হইবে না, বুঝিতে হইবে তাহাই, যাহা বিকার জন্য নামরূপ, যেমন মৃত্তিকার স্বরূপতঃ মৃত্তিকা এই নাম—এবং সাধারণ ভূভাগ তাহার রূপ। কিন্তু এই মৃত্তিকা দ্বারা যখন ঘট কুম্ভ কপাল শরাব স্থালী প্রভৃতি গঠিত হয়, তখনই সেই সকল বস্তুর রূপ এবং নাম কেবল মৃত্তিকার বিকার জন্য বই আর কিছুই নহে, অর্থাৎ স্বরূপ মৃত্তিকা যদি আজ্ এই বিকৃত ঘটাদি রূপে পরিণত না হইত, তাহা হইলে মূল মৃত্তিকায় কখনও ঘট কুম্ভ ইত্যাদি নামের ব্যবহার হইত না, আবার ঐ ঘট কুম্ভ ইত্যাদি যখন চূর্ণিত হইয়া সাধারণ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইবে, তখন তাহার সেই সেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই নামও বিলুপ্ত হইবে।)এই ঘট কুম্ভ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা, সত্য স্বরূপ এক মাত্র মৃত্তিকা, মৃত্তিকাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেমন আমি, ঘট ইত্যাদি স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না—তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলেও আমি নাম-রূপাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে পারি না। ঘট সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেও মৃত্তিকাই ছিল, পরেও মৃত্তিকাই হইল, মধ্যে যে, কয়েক দিন "ঘট ঘট" বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল তাহাই জানিবে মিথ্যা। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—আদাবন্তেপি যন্নাস্তি মধ্যে কালেপি তত্তথা, পূর্ব্বেও যাহা ছিল না, পরেও যাহা থাকিবে না, মধ্যে যদি কয়েক দিন, তাহার ভান হয়, তবে তাহাও জানিবে মিথ্যা। এই মিথ্যাটি কিন্তু আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে, স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ মিথ্যা বলিয়া স্বপ্ন ও মিথ্যা নহে, নিদ্রাও মিথ্যা নহে, তদ্রূপ এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া জগতের মূল মায়া কখনও মিথ্যা নহে। কেননা, নিদ্রা যদি মিথ্যা হয়, তবে স্বপ্ন দেখায় কে? মায়া যদি মিথ্যা হয়, তবে সংসার সৃষ্টি করে কে? মায়া মিথ্যা হইলে সংসার আবার সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তাই মায়া আছে এবং থাকিবে, এই মায়ার মধ্য হইতেই মহামায়া

মাকে দর্শন করিতে হইবে—তাই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে " বেদ বলে বৃথা চেষ্টা সকলি ভাই মায়া। তন্ত্র বলে মায়ার মধ্যে হাসে মহামায়া। (এ যে মায়ের মায়া)" বেদ বলিয়াছেন "যাহা কিছু বাক্যের ব্যবহার, যাহা কিছু নামধেয়, সে সমস্তই বিকার, কেবল মৃত্তিকাই সত্য"। বিকার মিথ্যা নহে, স্বরূপের অন্যথা ভাব মাত্র, বিকৃত পদার্থও স্বরূপের অবস্থান্তর মাত্র। এই বিকৃত নাম রূপেরই যাহা কিছু আবির্ভাব তিরোভাব ; তদ্‌ভিন্ন স্বরূপ রূপের কোন আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই, যেমন ঘট কুম্ভ স্থালী কপাল যাহাই কেন গঠিত না কর, স্বরূপতঃ মৃত্তিকা, মৃত্তিকাই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না, কাঞ্চী কেয়ূর কটক কুণ্ডল যাহাই কেন গঠিত না কর, মূল স্বর্ণ যাহা, তাহা স্বর্ণই থাকিবে, তদ্রূপ এই নানাবিধ নাম রূপময় বিচিত্র দ্বৈত জগতে পিতা মাতা সহোদর সহোদরা স্ত্রী পুত্র কন্যা তুমি আমি স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ ইত্যাদি যত যাহা নাম রূপ দেখিতেছ, এ সমস্তই সেই পরব্রহ্মের মায়া বিকৃত রূপান্তর মাত্র, স্বরূপতঃ এ সমস্তই সেই ব্রহ্ম-বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে জীবদেহে এই ব্রহ্ম বিভূতি প্রকট নহে, ঈশ্বরদেহে প্রকট, এই মাত্র বিশেষ। তাই বলিতেছিলাম বিকৃত নাম রূপ মিথ্যা বলিয়া স্বরূপ নাম রূপ মিথ্যা নহে। সাধনার রাজ্যে ইহাই ব্রহ্ম দৃষ্টি—তাই গীতাঞ্জলি নগেন্দ্র মহিষী মেনকার মুখে বলিয়াছে—

এই যে জগদ্বন্দিনী উমা নয় নন্দিনী,
(ঐ যে) রত্নসিংহাসনে, হর ব্রহ্ম সনে
একাসনে পরব্রহ্ম সনাতনী।

১। কোটি প্রভাকর জিনি প্রভাধর, দিগম্বর তোমার ত্রিপুর সুন্দর, [আমার] শতকোটি শশধর লজ্জাকর—হেমাঙ্গিনী আমার বামাঙ্গসঙ্গিনী। [উমা]

২। [আমার] সদানন্দের কোলে হাঁসে ষড়ানন, জগদম্বার কোলে

দোলে গজানন, শম্ভুর ডম্বুরে কুমার হাসে ঘন, গণেশ নাচে শুনে উমার কর ধ্বনি। [ঐ যে]

৩। যুগল ব্রহ্মের কোলে যুগল ব্রহ্ম কুমার, তুমি আমি ব্রহ্মের পিতা মাতা আবার, এ যে, ব্রহ্মানন্দ সংসার, কেবল ব্রহ্ম বিকার, [ও তাই] পূর্ণ ব্রহ্ম আমার ব্রহ্ম মম্মোহিনী [উমা]

৪। আর এক কথা গিরি ! শুনি চমৎকার, বিধি বিষ্ণু হর উমার কুমার, উমা নহে কেবল তোমার আমার, এই চরাচর বিশ্ব সর্ব্বস্ব-রূপিণী।

৫। পিতামহ বলেন পিতামহী ইনি, পীতাম্বর দিগম্বর প্রসবিনী (উমা) তোমার আমার মুখে " মেয়ে " রব শুনি, হাসে মনে মনে কতই বা না জানি।

৬। মেয়ে বল্‌তে যখন্ এত লজ্জাভয়, রাণী বুঝি এবার মেয়ের মেয়ে হয়, (কিন্তু) ও মেয়ে ত একা রাণীর মেয়ে নয়, গিয়ে কাঙ্গালিনীর ঘরে ও মেয়ে হয় আপনি (সাধ্‌লে)

৭। শিবচন্দ্র বলে নগেন্দ্ররমণি ! জেনে শুনে কেন বল আর নন্দিনী, এক বার মেয়ে হয়ে নিজে, মেয়ের পদাম্বুজে, জবাঞ্জলি দিয়ে বল " জয় জননি " (রাণি !)

সমস্ত নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত-তত্ত্ব হইতে হইবে—কেননা দৃশ্যমান নাম রূপ ত্যাগ করিতে হইলেই বিবেকের প্রয়োজন। বিবেক আর কিছুই নহে, বস্তুর স্বরূপ-বিবেচনা, নাম রূপের মূলতত্ত্ব বিচার করিতে গেলেই পরব্রহ্মে একাগ্র-দৃষ্টি পতিত হইবে—যেমন ঘটের বস্তুতত্ত্ব বিচার করিতে হইলেই মৃত্তিকা লক্ষ্য করিতে হইবে। নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিলেই যে ব্রহ্মাণ্ডে নাম রূপ আছে, সে ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া বাস করিতে হইবে এরূপ অর্থ নহে, বিচারের কর্ত্তা তুমি যে ব্রহ্মাণ্ডেই যাও না কেন, তোমার নাম রূপ তোমার

সঙ্গেই যাইবে—তাই নাম রূপ ছাড়িয়া নাম রূপের বিচার হইবে না। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না, তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও অদ্বৈত তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইত না, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করিবার কর্ত্তাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই যে দেশে ঘট কুম্ভ কুম্ভকার কিছু নাই, সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে এরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই দেখিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে, এই রূপে মৃত্তিকা তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু মৃত্তিকার বিচিত্র শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নাম রূপাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাম রূপ সকল ভুলিয়া গিয়া প্রতিরূপে সেই রূপ দেখিতে থাকেন, যে রূপে এই বিশ্বরূপ ডুবিয়া গিয়া ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব হয়—তুমি আমি ঘট দেখিলেও জ্ঞানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রীপুত্র পরিবার ময় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাকে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না। নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইলে, নামের নামত্ব রূপের রূপত্ব ভুলিয়া গিয়া—কেবল ব্রহ্মেরই স্বরূপ শক্তি তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই নাম রূপ ত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত তত্ত্ব হইয়াছেন।

জপ হোম এবং শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হইবে না, "ব্রহ্মই আমি" ইহা জানিয়া জীব মুক্ত হইবে ॥ ২১ ॥ ঘোরতর মদ্যপান মত্ত অথবা প্রগাঢ় নিদ্রাক্রান্ত পুরুষ যুবতী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও যেমন তাহার কিছু মাত্র চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ ঘোর মোহ মদোন্মত্ত মায়ানিদ্রায় আক্রান্ত পুরুষ সাধনা কর্ত্তৃক অনু-

প্রাণিত হইলেও তাহার আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ববোধ জন্মে না। যে জপে, যে হোমে, যে ব্রত উপবাসে আত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞান না আছে—শত শত বৎসর তাহার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ফল হইবে না, অন্যথা জপ হোম উপবাসে মুক্তি হইবে না. ইহা যদি নিশ্চয়ই আছে তবে আবার "মুক্তি হইবে না" এ কথা বলা কেন ? বাস্তবিক ত জপ হোম উপবাস ইত্যাদি সমস্তই আত্মজ্ঞানের সাধন পরম্পরা, তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—সেই মূলতত্ত্ব আত্মজ্ঞান অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সাধারণ কর্ম্মাংশের অনুষ্ঠান করিলে শত বৎসরেও তাহার দ্বারা কখনও মুক্তি সাধিত হইবে না, ইহার দ্বারা আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান নাই, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে—বরং আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অন্য কেহ কর্ম্মের অধিকারীই হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মা, সাক্ষী (মায়ারচিত বিশ্বকার্য্যের কেবল দর্শনকর্ত্তা) বিভু পূর্ণ সত্য অদ্বৈত পরাৎপর, (গৃহস্থিত আকাশের ন্যায়) দেহস্থিত হইয়াও আত্মা দেহস্থ নহে, অর্থাৎ দেহের অন্তর্গত হইলেও দেহগুণে নিত্য নির্লিপ্ত, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে ॥২২॥
বালকের ক্রীড়ার ন্যায় সমস্ত নামরূপাদি কল্পনা পরিহার, পূর্ব্বক যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি মুক্ত, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥

বালক যেমন ক্রীড়া পুত্তলী মধ্যে পুত্র কন্যা বৈবাহিক ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ক্রীড়া ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্ত নাম রূপ অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ এই সংসাররূপ ক্রীড়া ক্ষেত্রে, মায়াপুত্তলী জীবগণের মধ্যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক যতই কেন নাম রূপের কল্পনা না কর, নিশ্চয় জানিবে, তোমার এই ভবলীলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সমস্ত নাম রূপ ঘুচিয়া যাইবে, তাই এই বেলা, বেলা থাকিতে খেলা ভাঙ্গিয়া মায়াময় নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার অতীত পরব্রহ্মে যিনি আত্মমনঃ সমাধান করিয়াছেন পরমাত্মার অভিন্ন সম্বন্ধে যিনি মিশিয়াছেন, এই মায়িক

দেহে অবস্থিত হইয়াও তিনি ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যনির্ম্মুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি জীবের মোক্ষ সাধিকা হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্য লাভ করিয়াও মানবগণ রাজা হইতে পারে ॥ ২৪ ॥ মায়িক দেহে অবস্থিত হইয়াও তত্ত্ব জ্ঞানে জীব যেমন জীবন্মুক্ত হইয়া যান এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই যেমন তাহার এক মাত্র কারণ, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান সহকারে, ভক্তহিতার্থ জগদম্বার মায়াগৃহীত মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াও সাধক নির্ব্বাণ কৈবল্য লাভ করেন, এবং তাঁহার মূর্ত্তি মহিমার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনন্তরূপিণীর অনন্তরূপে অনন্ত শক্তি সঞ্চার সন্দর্শনই তাহার এক মাত্র কারণ। বাম করে অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্বরথরশ্মি সংযমন, এবং দক্ষিণ করে কশাবেত্র সংগ্রহ পুর্ব্বক পীতাম্বরে কটিতট দৃঢ়তর সংবদ্ধ করিয়া ভক্তগৌরব—গৌরবিত-পাণ্ডবসারথি নাম গ্রহণ করিয়া পার্থসখা রূপে যিনি রথ-মধ্যবেদী স্থলে উপবিষ্ট, অর্জ্জুনের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং মায়া মোহের একান্ত অভি-ভব দেখিয়া স্বধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ সখাকে যিনি এই মাত্র সদুপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, অমনি দেখিতে ২ তাঁহার সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হইল, নবজলধর শ্যামসুন্দর ভুবন মনঃ-প্রাণহর সে মধুর মূর্ত্তি কোথায় লুক্কা-য়িত হইল—দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী বিরাট দেহের সহস্র সহস্র করচরণে দশ দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, বিস্ফারিত সহস্র সহস্র লোচনের উৎকট জ্যোতিঃ পুঞ্জে সূর্য্য কিরণ প্রতিহত হইল—দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াও বীরেন্দ্র চূড়ামণি অর্জ্জুন ভীতি কম্পিত গদগদ স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—" দিশো ন জানে ন লভেচ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস "।

বলিযজ্ঞে বামন বটুর দ্বিপাদচ্ছায়ায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল আচ্ছন্ন হইল, সর্ব্ব শক্তিমানের অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবতারও অদৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয়চরণ বলির অদৃষ্ট ক্রমে ভগবানের নাভিকুহর হইতে

নিক্রান্ত হইল, পরমার্থ চতুরা সহধর্ম্মিণীর উপদেশ ক্রমে বলিরাজ প্রণত হইলেন, ভক্তের ধন অভয় চরণ ভক্ত মস্তকে সংস্থাপিত হইল, ভাগ্যবান্ বলিরাজ সেই রসাতলে গমন করিলেন, বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়াও ভূভারহারী ভগবান্ যে রসাতলে স্বয়ং তাঁহার দ্বারপাল হইলেন। আজ্ তাঁহার আজ্ঞা পাইলে, তিনি কৃপা করিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিলে, তবে বলিরাজের দর্শন পাওয়া যাইবে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার দর্শনার্থী হইয়া বৈকুণ্ঠ দ্বারে নিত্য দণ্ডায়মান, সেই রাজরাজেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ রসাতলে আসিয়া স্বয়ং বলির দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন, ভক্ত জীবনসর্ব্বস্ব ভূতভাবন ভগবন্! ভক্তের মহিমা প্রভো! তুমিই বুঝিয়াছে, আর বলি, বলিরাজ! দৈত্যরাজ হইয়াও তুমি ভক্তরাজ, কি জানি, কি রাজত্ব তুমি লাভ করিয়াছ যে রাজ্য রক্ষার জন্য রাজরাজেশ্বর নিজে তোমার দ্বারপাল।

আবার, যমুনাকূলে কদম্বমূলে মধুর মুরলী বাজিয়া উঠিল, মহারাসরসোন্মাদিনী ব্রজপুরসুন্দরীগণ কি জানি কি গুপ্তসাধনমন্ত্রবলে সহস্র সহস্র যূথে সুসজ্জিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র-পার্শ্ববর্ত্তিনী তারকা রাজির ন্যায় ভগবান্ নন্দনন্দনের পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে বিচিত্র বৈষ্ণবী মায়া প্রভাবে সকলের অলক্ষিতে সকলের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকের নিকটে ভগবান্ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি অবলম্বনে আবির্ভূত হইলেন, যমুনার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপের অতুল প্রভা নিরীক্ষণ করিতে বৃন্দাবনের নভোমণ্ডলে দেববৃন্দ সমাগত, তাঁহাদের সভক্তি কুসুমাঞ্জলি বর্ষণে, বিদ্যাধর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরঃ যক্ষ চারণ গণের নৃত্যগীত বাদ্য ধ্বনির আনন্দোচ্ছ্বাসে, গোপীগণের জয় কীর্ত্তনে, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনের পূর্ণ মহিমার প্রকটনে, মদনরণসাগরে মদনমোহনের বীরবিক্রম ঘোরতরঙ্গলহরী উদ্বেলিত হইল।

মহিষাসুর-নির্জিত দেবদলের দুর্গতি দেখিয়া দীনদয়াময়ীর

স্নেহার্দ্র হৃদয় ব্যথিত হইল, সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী নিজ শক্তি বিস্তার পূর্ব্বক নিখিল দেবমণ্ডলীর ক্রোধ জনিত তেজঃপুঞ্জচ্ছলে স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন. চৈতন্যরূপিণীর সেই চিন্ময়মূর্ত্তির, চারুচরণকমল-ভরে বসুন্ধরা নত হইলেন, কিরীটসংস্পর্শে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইল, সহস্র ভুজ প্রসারণ করিয়া রণরঙ্গিনী সমরাঙ্গনে দাঁড়াইলেন, অমরগণ ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া "জয় জয় জয়" ধ্বনি করিয়া আনন্দে আনন্দময়ীর চরণাম্বুজ পূজায় রত হইলেন। আবার শুম্ভ নিশুম্ভনিপাতন প্রারম্ভে সেই কনকচম্পকগৌরকান্তি পার্ব্বতীর অঙ্গকোষ বিদীর্ণ করিয়া কৌষিকী যখন নিক্রান্ত হইলেন, দেখিতে দেখিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে কান্তি অন্তর্হিত হইল, ইন্দীবর নিন্দিত সুন্দর শ্যামপ্রভায় উমা সেই শ্যামা সাজিলেন, যে শ্যামা রূপের জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া দৈত্যরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মসাৎ হইলেন, আবার চণ্ডমুণ্ডসমরে এই শ্যামার বদনমণ্ডল হইতেই কোপকুঞ্চিত ললাট-তট বিদীর্ণ করিয়া চামুণ্ডা শক্তি নির্গতা হইলেন, রক্তবীজ যুদ্ধে এই মূল প্রকৃতি শ্যামা হইতেই শিবদূতী আবিভূর্ত হইলেন, শুম্ভ সমরে আবার ইহাঁরই কলেবরে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি সমূহ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। দক্ষযজ্ঞ গমন কালে ভগবান্ মহেশ্বরের সম্মুখে এক সতী মূর্ত্তি হইতেই দশ মহাবিদ্যার আবির্ভাব, আবার তাহাতেই তাঁহাদের তিরোভাব। পুনশ্চ যজ্ঞবিধ্বংসন সময়ে মূল সতী মূর্ত্তি হইতেই ছায়াসতীর আবির্ভাব এবং যজ্ঞানলে মায়াদেহ পরিত্যাগ। তৎপরে আবার হিমালয় গৃহে সদ্যঃপ্রসূত কন্যা মূর্ত্তি হইতেই হিমালয়কে বিশ্বরূপ প্রভৃতি ব্রহ্ম বিভূতি প্রদর্শন, আবার সেই মূর্ত্তিতেই সে বিভূতি সম্বরণ, তাঁহার এক রূপে এই রূপ লীলাময় অনন্তরূপের আবির্ভাব তিরোভাব দর্শন করিলেই ইহা সুস্পষ্ট অবগতি হয় যে, সচ্চিদানন্দময়ীর মূর্ত্তিও সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বই আর কিছুই নহে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত মায়া বৈচিত্রেই যাহা কিছু রূপের বৈচিত্র্য ;

ভিন্ন স্বরূপতঃ ইদন্তা রূপে তাঁহার কোন রূপকে স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, এক হইতে অনন্ত এবং অনন্ত ঘুচিয়া আবার এক, এইরূপে রূপতত্ত্বে যাঁহার পলকে স্থষ্টি, পলকে প্রলয়, সেই বিশ্বরূপিণীর রূপের নিশ্চয় আর সাগরের তরঙ্গগণনা একই কথা, আবার ইহার পরেও সিদ্ধ সাধক হৃদয়ে অনন্ত কাল তাঁহার অনন্তরূপের আবির্ভাব তিরোভাব, নিমেষে নিমেষে রূপের আবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তন ইহাই যাঁহার স্বরূপ পরিচয়, কোন এক রূপে তিনি স্বরূপতঃ আবদ্ধ এ সিদ্ধান্ত তাঁহাতে সম্ভবে না, তাই তাঁহার রূপ তত্ত্ব জানিতে হইলেই বুঝিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ রূপের অতীত অর্থাৎ অনন্তরূপে বিজড়িত হইয়াও স্বরূপতঃ সকলরূপে নিত্যনির্লিপ্ত—ইচ্ছাময়ী ইচ্ছানুসারে যখন যে মায়া অবলম্বন করেন, তখন তাহাতেই তাঁহার স্বেচ্ছাকৃতরূপের তাদৃশ প্রতিবিম্ব পতিত হয়, মায়াদর্পণে সে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আপনরূপে আপনি বিভোর হইয়া বিমুগ্ধা বালিকার ন্যায় আনন্দে আনন্দময়ী করতালী দিয়া নাচিতে থাকেন, জীব ব্রহ্মে দ্বৈত সম্বন্ধ ঘটাইয়া আপন সুখে আপনি নাচিয়া আপনি তাহাতে ডুবিয়া যান—তাঁহার সেই খেলার ভাবে বিভোর হইয়াই—সাধক বলিয়াছেন—

" সদানন্দময়ি ! কালি ! মহাকালের মন্ মোহিনি, (ও) তুই আপন্ সুখে আপ্নি নাচিস্, আপনি দিস্ করতালী "

ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপ—সাধনার অভ্যন্তরে এই ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার না আছে, বস্তুতঃ তিনি সাকার উপাসনার অধিকারী নহেন, সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কার্য্য কারণ প্রক্রিয়া অনুসারে যখন যে রূপের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি সেই ইচ্ছাময় রূপে প্রবেশ করিয়াছেন, আবার যখন কার্য্য শেষ হইয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ সে মায়ামূর্ত্তি তিরোহিত হইয়াছে, তবে যে সকল মূর্ত্তির সহিত অনাদি জগৎপ্রবাহের নিত্য সম্বন্ধ এবং সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন তত্ত্বই যে সকল মূর্ত্তির অন্ত-

নিহিত, সে সকল মূর্ত্তিও নিত্য সত্য সনাতন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহা যেমন অনাদি, আবার মহাপ্রলয়ের পরেও তাহা তেমনই অনন্ত, কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন, সে সকল নিত্য মূর্ত্তি, অনিত্য মায়িক জগতের অবিদিত অদ্বৈত ধামে অবস্থিত। বেদ বলিয়াছেন—

" এক মাত্র অগ্নি যেমন ভুবনগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া রূপে রূপে প্রতি রূপ ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ এক মাত্র সর্ব্ব ভূতের অন্তর্যামী রূপে রূপে প্রতিরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। "

পঞ্চভূতরচিত জগতের প্রতি পদার্থেই অগ্নি সূক্ষ্ম রূপে অন্তর্নিহিত, বহির্ভাগ হইতে তাহার কিছু মাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঘাত প্রতিঘাত রূপ পরস্পর সংযোগে কিম্বা বাহ্য অগ্নির সংস্পর্শে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কদাচ আবির্ভূত হইতে পারে না ইহা নৈসর্গিক নিয়ম, যদি জগতের প্রতি বস্তুতে অগ্নির সূক্ষ্ম অবস্থান না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থ কখনও দাহ্য হইত না, তাই বুঝিতে হইবে—প্রতিবস্তুর প্রতি পরমানুতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অগ্নি নিত্য সন্নিহিত এবং সেই পরমানুপরম্পরার সমষ্টিরূপ প্রত্যেকবস্তুর আদ্যন্ত ভাগ ব্যাপিয়া সেই সেই বস্তুর স্থূলরূপেও অগ্নি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, এ জন্য পঞ্চভূতাত্মক কাষ্ঠখণ্ডের অবয়ব যাহা দেখিতেছি, তাহা অন্যতর ভূত অগ্নিরও অবয়ব বলিয়া বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মাও প্রতিবস্তুতে এইরূপে প্রবেশ করিয়া সচরাচর জগৎ রূপে অবস্থিত হইয়াছেন, তাই তন্ত্র বলিয়াছেন " যানপাষাণধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতা " এই আত্মজ্ঞান যাঁহার না জন্মিয়াছে, সাকার উপাসনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।

শৈলী [পাষাণময়ী] দারুময়ী, লেপ্যা [সিন্দূর চন্দনাদিময়ী] লেখ্যা চিত্রিতা, সৈকতা সিকতাময়ী—বালুকা নির্ম্মিতা, মনোময়ী এবং মণিময়ী এই অষ্টবিধ প্রতিমা। সাধক উপাসনাকালে প্রথমতঃ অন্তর্যাগে মনোময়ী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সেই অন্তরের ব্রহ্মতেজঃ সম্মুখস্থ প্রতিমায় সংক্রামিত করিয়া পরে বাহ্যপূজা আরম্ভ করেন, আবার প্রতিমার অভাবে যাঁহারা যন্ত্রাদিতে পূজা করেন, তাঁহাদের সে উপাসনা সময়েও মনোময়ী দেবতা মূর্ত্তিই আরাধ্য। যন্ত্র বা প্রতিমাদিতে তাঁহার নিত্য অবস্থানের এবং প্রকাশের এই মূল তত্ত্ব [সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং আন্তরিক তেজের সংক্রামণ] না বুঝিয়া কেবল মনে মনে দেবমূর্ত্তি কল্পনা মাত্র করিয়া যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সে মুক্তি কেবল স্বপ্ন সন্দর্শন মাত্র—তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "আত্মজ্ঞানের অভাবে কেবল মনে মনে মূর্ত্তি কল্পনা করিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্যলাভ করিয়াও লোকে রাজা হইত" মূর্ত্তি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তির সমস্ত মূল তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ করিয়া আবার তত্ত্বতেজঃ প্রতিমায় সংক্রামিত করিতে হইবে—তবে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইবে। দেবতা এই রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে সেই পার্থিব মূর্ত্তি ভেদ করিয়া চৈতন্যময়ীর চৈতন্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইবে এবং সেই আলোকে সাধকের হৃদয় আলোকিত, প্রাণ পুলকিত, আত্মা জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে। সাধক, সাধারণ উপাসনা কাণ্ডে এ তত্ত্ব পরিস্ফুট রূপে লক্ষ্য করিবেন।

পূর্ব্বশ্লোকটিকে সূত্ররূপে রাখিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ংই তাহার বিশদ বৃত্তি রূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—"মৃত্তিকা ধাতু দারু ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার ক্লেশ অনুভব করিয়াও জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহারা মুক্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার মূল তত্ত্ব অবগত না হয়, কর্ম্মপাশক্ষয় কারণ পরতত্ত্বের জ্ঞানোদ্বোধ না হয়, তবে সে কর্ম্ম নিষ্ফল। কোন্ প্রক্রিয়াবলে আমার এই আরাধ্য মৃন্ময়ীমূর্ত্তি চিন্ময়ীরূপে পরিবর্তিত হইবেন, তাহা যদি না জানি—তবে আমার সে মূর্ত্তিপূজা আর মৃত্তিকাপূজা একই কথা, তাই শাস্ত্র বলিতেছেন কঠোর কায়ক্লেশ অনুভব করিলেও জ্ঞানব্যতিরেকে সেই জ্ঞানবিজ্ঞান—রূপিণীর স্বরূপ দর্শন ঘটিবে না, তাঁহার দর্শন ব্যতীত বন্ধন মোচনের উপায়ও আর নাই। তাই এরূপ অজ্ঞান কখনও মূর্ত্তি পূজার অধিকারী নহে।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল কায়ক্লেশ বা কেবল ভোগসুখেও মুক্তি হইবে না, তাহাই দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিয়াছেন—নিরন্তর আহার সংযম করিতে করিতে যাঁহাদের কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট এবং যথেষ্ট আহার করিতে করিতে যাঁহারা লম্বোদর হইয়াছেন, ব্রহ্ম জ্ঞানের অভাবে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে এই ভোজন এবং অভোজনের প্রসাদেই তাঁহাদের মুক্তি হইবার কথা ছিল, বাস্তবিক কি তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন? ॥ ২৬ ॥

বায়ু পর্ণ তণ্ডুল কণা এবং তোয়মাত্র আহার ব্রত ধারণ করিলেই যদি মুক্তিভাগী হয়, তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী এবং জলচরগণও (জ্ঞানের অভাবেও কেবল আহারব্রত প্রভাবেই) মুক্ত হইয়া যাইত ॥ ২৭ ॥ জ্ঞানের চতুর্বিধ অবস্থা ভেদে ভাবনামে উপাসনারও চতুর্ব্বিধ ভেদ হয়, যথা—

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি, ইহা উত্তম ভাব। নিরন্তর হৃদয়ে দেবতার ধ্যান, ইহাই মধ্যম ভাব। জপ এবং স্তব অধম ভাব এবং কেবল মাত্র বাহ্য পূজা অধমাপেক্ষাও অধম ভাব ॥ ২৮ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মায় ঐক্যবুদ্ধি ইহাই ব্রহ্ম ভাব, যোগ প্রক্রিয়া বলে দেবতায় চিত্ত ধারণা ইহাই ধ্যান ভাব। সেবক এবং ঈশ, উপাস্য এবং উপাসক এই উভয়জ্ঞান—ঘটিত ভাবই পূজা

কিন্তু " সর্ব্বং ব্রহ্ম " এই যাঁহার জ্ঞান, তাঁহার যোগও নাই, পূজাও নাই—কারণ, তাঁহার অধিকার যোগ এবং পূজা এই উভয় ভাবের অতীত—যাঁহার জ্ঞানে উপাস্যও ব্রহ্ম, উপাসকও ব্রহ্ম (সমস্তই ব্রহ্ম) তাঁহার দৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং সাধক বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, যেখানে পার্থক্য নাই—সেখানে উভয়ের যোগ বা একের দ্বারা অন্যের উপাসনা অসম্ভব, তাই স্তব জপ, ধ্যান ধারণা ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানীর অধিকার বহির্ভূত ॥ ২৯ ॥

পরমজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, জপ যজ্ঞ তপঃ নিয়ম ব্রত ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার কোন ফল নাই। কেবল ফল নাই তাহা নহে, কর্ম্মাধিকার রূপ মূল পর্য্যন্তও নাই ॥ ৩০ ॥

(এই ব্রহ্ম জ্ঞানী কে ? সাধক এখন ক্রমে তাহা দেখিয়া লউন্) বিজ্ঞান [বিশুদ্ধ জ্ঞান] এবং আনন্দ স্বরূপ এক ব্রহ্মই সত্য, অর্থাৎ তদ্ভিন্ন যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এ সমস্তই মিথ্যা মায়াবিজৃম্ভন মাত্র, এই যাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, সেই স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে পরিণত পুরুষের পূজা ধ্যান ধারণা, কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই ॥ ৩১ ॥

" আমি জীব " এই বলিয়া যাঁহার হৃদয়ে অভিমান নাই—সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পাপও নাই, পুণ্যও নাই, স্বর্গও নাই—পুনর্জন্মও নাই, " সর্ব্বং ব্রহ্ম " এই যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ধ্যেয়ও নাই, ধ্যাতাও নাই—ধ্যানের বিষয় ঈশ্বরও নাই, ধ্যানের কর্ত্তা জীবও নাই ॥ ৩২ ॥

এই চৈতন্যরূপ আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত এবং সর্ব্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত তাঁহার বন্ধনই বা কি ? দুর্ব্বুদ্ধিগণ কেনই বা তাঁহার মুক্তি কামনা করে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্ব তাঁহার নিজমায়া-রচিত এবং দেবগণেরও বিতর্ক দ্বারা অজ্ঞেয়, আত্মা তাহাতে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত ॥ ৩৪ ॥

সমস্ত বস্তুরই অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে আকাশ যেমন অবস্থিত, তদ্রূপ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাও সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে সাক্ষিরূপে দেদীপ্যমান ॥ ৩৫ ॥

আত্মার জন্ম বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য কিছু নাই, তিনি সর্ব্বদাই এক রূপ চৈতন্য মাত্র স্বরূপ এবং বিকার পরিবর্জ্জিত ॥ ৩৬ ॥

জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্য যাহা কিছু সে সমস্তই স্থূলদেহের, আত্মার কিছুই নহে. মায়াচ্ছন্নবুদ্ধি জীবগণ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না ॥ ৩৭ ॥

শরাবস্থিত জলমধ্যে যেমন সূর্য্যের বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায় বস্তুতঃ সূর্য্য এক ভিন্ন বহু নহেন, তদ্রূপ জীবের স্থূল দেহ রূপ শরাবে মায়া-জল মধ্যে আত্মাকেও বহু বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন ৩৮ ॥

জল মধ্যে চন্দ্র মণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে, নিত্য চঞ্চল তরঙ্গের স্পন্দন দেখিয়া নির্ব্বোধ যেমন মনে করে, চন্দ্র মণ্ডল স্পন্দিত হইতেছে, তদ্রূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্য দেখিয়া অজ্ঞানগণ তাহা আত্মার চঞ্চলতা বলিয়া মনে করে ॥ ৩৯ ॥

ঘট ভগ্ন হইলেও ঘট মধ্যস্থিত আকাশ যেমন পূর্ব্বরূপ সমভাবে অবস্থিত তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমরূপেই অবস্থিত, ॥ ৪০ ॥

দেবি! মুক্তির এক মাত্র সাধন এই পরম আত্মজ্ঞান অবগত হইলে জীব ইহলোকেই মুক্ত হইয়া যায় ইহা সত্য সত্য এবং নিঃসংশয় ॥ ৪১॥

কর্ম্মানুষ্ঠান, ধনদান বা সন্ততি দ্বারা মুক্তি হয় না, আত্মার দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই মানব মুক্ত হয় ॥ ৪২ ॥

আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, আত্মা অপেক্ষা অপর কিছুই প্রিয় নহে, শিবে! আত্মসম্বন্ধ আছে বলিয়াই লোকে অন্য যাহা কিছু [স্ত্রী পুত্রাদি] প্রিয় হয় ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় [জ্ঞানের বিষয়] জ্ঞাতা [জ্ঞানের কর্ত্তা] কেবল

মায়া বিকারেই এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এই তিনের তত্ত্ব বিচার করিলে পরিণামে এক মাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ৪৪ ॥

চৈতন্যময় আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয় এবং আত্মাই স্বয়ং বিজ্ঞাতা, যিনি ইহা জানিয়াছেন তিনিই তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৫ ॥

সাক্ষাৎ নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ এই জ্ঞানতত্ত্ব তোমাকে কহিলাম, চতুর্ব্বিধ অবধূতের ইহাই পরম ধন ॥ ৪৬ ॥

চিকিৎসকগণ উক্ত বচনাবলীর মধ্য হইতে " বিহায় নাম রূপাণি সত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে। পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্ম বন্ধনাৎ । বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নাম রূপাদিকল্পনং। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি র্নৃণাং চেন্মোক্ষ সাধনী, স্বপ্ন-লব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ ক্লিশ্যন্ত স্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ এই চারিটি বচনকে নিরাকার বাদের প্রবল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, শ্লোকানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই চারিটি বচনের পূর্ব্বাপর সমন্বয় সহকৃত এবং উপক্রম উপসংহার ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাবার্থ যাহা ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইতেই তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন—আজ্ কাল্ স্বার্থান্ধ ব্যাখ্যাতা গণের কদর্থব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কিরূপ অপলাপ ঘটিতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—এই মায়াকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের এই আংশিক মায়াবদ্ধ জীবত্ব ভাব ভুলিয়া গিয়া " তত্ত্বমসি " প্রভৃতি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য জীব ব্রহ্মের একত্ব তত্ত্বে ডুবিতে হইবে, দ্বৈতজ্ঞানের উপাদান নিখিল নামরূপ বিস্মৃত হইতে হইবে, তবে জীব মুক্ত হইবে" কিন্তু আমরা সেই তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বৈত সিদ্ধির মধ্য হইতে নিজেদের ও পরিবার-বর্গের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের নাম রূপ স্থির রাখিয়া কেবল সার বুঝিয়াছি, এই টুকু যে, " দেবতার

নাম রূপই মিথ্যা" ঐটিই উঠাইতে হইবে, সকল মিথ্যা হইয়া গেলেও এক দিন যে নাম রূপ সত্য সনাতন রহিয়া যাইবে, আজ্ সকল নাম রূপ ভরপূর বজায় থাকিতে সর্ব্বাগ্রে সেই নাম রূপটি উঠাইবার এত সত্বর প্রয়োজন কি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—যেন ব্রহ্মজ্ঞানের বাজারে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, ইহার পরে দ্রব্য সমস্ত অগ্নিমূল্য হইয়া যাইবে, এই বেলা যাহা কিছু ক্রয় করা যায়, তাহাই লাভ, আমরা সে লাভেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে বলি না, কিন্তু দুঃখ এই যে, যাহাদের নাম রূপ লইয়া সংসার বন্ধন, তাহাদের নাম রূপ রহিয়াই গেল, আর, যে নাম রূপ লইয়া সংসার বন্ধনচ্ছেদন হইবে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া গেল। উত্তরোত্তর দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইবে শুনিয়া আমাদের ক্রেতৃবর্গ এত সত্বর হইয়াছেন, যে, যেন মূল্য পর্য্যন্তও সঙ্গে আনিতে ভুলিয়াছেন, যাঁহার আরাধনা করিলে সেই তপস্যার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই বিস্মরণ—জানি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—" স্বভাবাদ্ ব্রহ্ম-ভূতস্য কিং পূজা ধ্যান ধারণা ? " স্বভাবতঃ যিনি ব্রহ্মভূত, তাঁহার আবার ধ্যান ধারণা পূজা কি ? আমরাও তাহা অস্বীকার করি না—শাস্ত্র বলিয়াছেন " স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য " স্বভাবাৎ ক্ষণিক ধ্যানাদিবিরহাৎ স্বভাবতঃ অর্থাৎ ক্ষণিক ধ্যানাদির অভাবেও আহার নিদ্রাদির ন্যায় নৈসর্গিক ভাবে যিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, এইরূপে যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ জীবত্ব ঘুচিয়া ব্রহ্মত্বে পরিণত, তাঁহার আর ধ্যান ধ্যারণা পূজা কিছুরই প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে আজ্ কাল্ ঘটিয়াছে—স্বভাবাদ্—ব্রহ্ম ভূতস্য—ধ্যানও নাই, ধারণাও নাই, পূজাও নাই অর্চ্চাও নাই,—ইহাঁরা স্বভাবতঃই ব্রহ্ম ভূত। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হইবার নহে, বস্তুতঃই শাস্ত্রার্থের অপলাপকারী এইরূপ স্বেচ্ছাচারী ও ধ্যান ধারণ পূজা জপ কিছুতেই অধিকারী নহে তাই তাহার পক্ষেও কিছুই নাই। যাহার আদিতে—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং

জগৎ। সত্য মেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ” মধ্য স্থলে—আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ দেহস্থোপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ” অন্তভাগে—আহার সংযমক্লিষ্টা যথেষ্টা-হারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥ সেই চারিটি বচন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ না হইয়া “ব্রহ্ম সাকার হইতে পারেন না” ইহার প্রমাণ হইল কিরূপে, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শাস্ত্র অবশ্য বলিয়াছেন “ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম”—বিরাট ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ সমস্তই মায়াকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা, কেবল এক মাত্র পর ব্রহ্মই সত্য; আমরাও সে কথা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে জগতে মিথ্যা, সে জগতে কি সাকার নিরাকার-বাদী তুমি আমিই সত্য ? এই মিথ্যার অর্থ যদি “একেবারে নাই” হইয়া যায়, তবে ত তুমি আমিও নাই ? পরমার্থতঃ তুমি আমি নাই ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু স্বীকার করি বলিয়াই কি তাহা স্বরূপতঃ অনুভব করিতে পারি ? সেই অনুভব যাহারা করিতে পারে, তাহাদের কি আর সাকার নিরাকার বিচার থাকে ? তুমি আমি যেখানে মিথ্যা হইয়া গেলাম, তোমার তুমিত্ব আমার আমিত্ব যেখানে লোপ পাইল—সেখানে ত দুই বলিতে কোন পদার্থই নাই, যেখানে দুই নাই, সেখানে কাহার সহিত কাহার বিচার ? কিন্তু তাই বলিয়া কি এখন তোমার আমার ব্রহ্মজ্ঞানের অনুরোধে দ্বৈত জগৎ উঠিয়া যাইবে ?—শাস্ত্র ত বলিয়াছেন ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যা, এখন জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে কখনও কি একটি তৃণও মিথ্যা করিতে পারিয়াছি ? যদি তাহাই না পারিলাম, তবে তৃণটি উঠাইবার ক্ষমতা যাহার নাই, সে ব্রহ্মাকে উঠাইতে যায় কেন ? এ কথা মনে করিতেও কি লজ্জাবোধ হয় না ? দুঃখের কথা বলিব কি, যে শাস্ত্র দ্বারা সাকার ব্রহ্ম দেব দেবীর অস্তিত্ব উঠাইবার

চেষ্টা হইতেছে, সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন " ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত," ব্রহ্ম যদি সাকার না হয়েন, তবে এ ব্রহ্মা কে? আর যদি "ব্রহ্মা আদি" না হইয়া " ব্রহ্ম আদি " হয়, তবেত সমূলে নির্ম্মূল; সত্য বলিয়া কোন পদার্থই থাকে না।

শাস্ত্র দেবতার আজ্ঞা, জীবের পক্ষে শাসন ও উপদেশ, শাস্ত্র জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়া সেই তালে তুমি আমি নৃত্য করিতে পারি না। শাস্ত্রের বক্তা সর্ব্বান্তর্যামী মায়াতীত ভগবান্, এবং তাহার শ্রোত্রী সর্ব্বান্তর্যামিণী তুরীয় চৈতন্যরূপিণী নিখিল মায়ার অধীশ্বরী মহেশ্বরী, তাঁহাদের কথোপকথনে জগৎ মিথ্যা ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—কিন্তু তোমার আমার পক্ষে তাহা বহু যুগযুগান্ত-সাধন-সাধ্য অবাঙ্মনস গোচর ব্রহ্মতত্ত্ব। যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে, তাহা সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞী জানেন, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ রণযাত্রা করিতে হইবে এই পর্য্যন্তই সৈনিকের দায়িত্ব, তদ্রূপ সেই ত্রিভুন রাজ-দম্পা-তির আজ্ঞানুসারে সাধন সমরে অগ্রসর হইতে হইবে, এই পর্য্যন্তই সাধকের দায়িত্ব, রাজা রাণী বুঝিয়াছেন এ যুদ্ধে বিজয় অবশ্যম্ভাবী, তাঁহারা সে বিষয়ের কথোপকথন লইয়া আনন্দ উল্লাস করিতে পারেন—কিন্তু সৈনিক যদি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া " বিজয় ত হইবেই হইবে তবে আর যুদ্ধ কেন " এই ভাবিয়া সেই আমোদে মাতিয়া যান, তবে ত বিজয় পাতাকা ধরাশয়নে উড্ডীন হইবারই কথা। মহাদেব বলিয়াছেন জগৎ মিথ্যা, তবে আর মিথ্যা নাম রূপের ভজন সাধন কেন? এই বলিয়া যদি প্রথমেই সব ছাড়িয়া দিয়া জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া সাধক কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করেন, তবে ত যে ব্রহ্মজ্ঞান ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। বেদ বলিয়া-ছেন " যে সময়ে জীবের সম্বন্ধে সমস্তই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া গিয়াছে, তখন আর তিনি কিসের দ্বারা কি দেখিবেন, কি ঘ্রাণ করিবেন, কি শুনিবেন ইত্যাদি " অর্থাৎ মন বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্তই

যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে ক্রিয়া অসম্ভব—ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন বা শ্রবণ ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন। পরিভাষাকার তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন " নতু সংসার দশায়াং বাধঃ " জগৎ মিথ্যা হইলেও সংসার দশায় মিথ্যা নহে " অর্থাৎ যখন স্বপ্ন দেখিতেছি—তখন স্বপ্ন মিথ্যা নহে, যদি স্বপ্ন তখনই মিথ্যা হইবে, তবে আর ব্যাঘ্র দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠি কেন ? শ্রুতি আবার বলিতেছেন—" যখন দ্বৈত জগতের ভান হয়, জীব তখনই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জগৎকে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করে," তাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন " দেহাত্ম প্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণন্ত্বাত্ম নিশ্চয়াৎ " আ-আত্মনিশ্চয়াৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত মিত্যর্থঃ। দেহে আত্মপ্রত্যয় পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও তাহা যেমন লৌকিক ব্যবহারে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া লোকে যেমন বলিয়া থাকে "আমি কৃশ হইয়াছি, আমি স্থূল হইয়াছি, আমি সুস্থ হইয়াছি, আমি রুগ্ন হইয়াছি ইত্যাদি। পরমার্থতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা যেমন কখনও কৃশ বা স্থূল, রুগ্ন বা সুস্থ হয়েন না, কারণ সুখ দুঃখ রোগ শোক স্থূলত্ব কৃশত্ব এ সকল শরীরেরই ধর্ম্ম, আত্মা চিরকালই নির্ব্বিকার, তথাপি সেই আত্মাকেই শরীররূপে বিশ্বাস করিয়া লোকের এই সকল ব্যবহার সংসার দশায় যেমন প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, তদ্রূপ দ্বৈত জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও যত দিন আত্ম-নিশ্চয় অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন তাহা স্বতন্ত্র রূপেই প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। জানি চির-কালই পূর্ব্ব দিক্ হইতে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, তথাপি অপরিচিত স্থলে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে যেমন নিশ্চয় বোধ হয় যে, পশ্চিম বা উত্তর কিম্বা পূর্ব্ব দিক্ হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছে, জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাস না করিলেও যেমন তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, এই দিগ্‌ভ্রম যেমন অপরিহার্য্য, পর ক্রমে এই

দ্বৈত জগতের ভানও তদ্রূপ অপরিহার্য্য, অনুগ্রহ করিয়া দ্বৈত জগৎকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে, যত দিন এই মায়া-স্বপ্ন তিরোহিত না হইতেছে, যত দিন কর্ম্মপাশ-ক্ষয় না হইতেছে যত দিন "তুমি আমি" ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে, তত দিন মিথ্যাই বল, স্বপ্নই বল, কল্পনাই বল এ দ্বৈত বিশ্ব-বিশ্বাস না করিয়া কিছুতেই জীবের অব্যাহতি নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্মফলে সংস্কারের গুণে বাধ্য হইয়া আমাকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। জলের মধ্যে থাকিয়া জাল বদ্ধ হইয়া দুর্ব্বল মীন যত টুকুই কেন গতি বিধি না করুক্, সে যেমন কিছুতেই জাল অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে পারে না, তদ্রূপ সাংসারিক জীবও সংসারে থাকিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া কিছুতেই মায়া পাশচ্ছেদন করিয়া মায়ার বহির্ভাগে অগাধ ব্রহ্মতত্ত্ব জলে প্রবেশ করিতে পারে না, জলমধ্যে থাকিলেও জাল বন্ধন হেতু মীনের যেমন গতি রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মময় বিশ্ব মধ্যে থাকিলেও মায়া বন্ধন হেতু জীব স্বচ্ছন্দ গমনে সেই আনন্দ স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও মায়িক জীব তুমি আমি দ্বৈত জগৎ সংসারে থাকিয়া তাহা নিত্য সত্য বলিয়া অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

উপাসক মাত্রেরই তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একান্ত সাধ আছে, কিন্তু সাধ আছে বলিয়াই সকলের তাহা সাধ্য নহে, সেই সাধ সিদ্ধ করিবার জন্যই যত কিছু সাধনা, সাধনার অভাবে তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে। গর্ভস্থ সন্তানের অবশ্য এমন সাধ জন্মিতে পারে যে, মায়ের স্বরূপ দর্শন করিব, কিন্তু গর্ভে থাকিয়া গর্ভ-ধারিণীর রূপ দর্শন করা অসম্ভব, সৌভাগ্য ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে যিনি প্রসূত হইয়াছেন, তাঁহারই সে সাধ মিটিবার কথা, তদ্রূপ, মহা-মায়ার এই বিশ্ব সংসার মায়াগর্ভে থাকিয়াও তাঁহার সেই মৃত্যুঞ্জয় মনোহারিণী রূপমাধুরী দর্শন করাও অসম্ভব, জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত

পুণ্য পুঞ্জবলে প্রসব কাল উপস্থিত হইলে যিনি সেই বিশ্বজননীর মায়াময় গর্ভকোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরূপ দর্শন করিবার উপযুক্ত সন্তান, সেই সন্তানই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাদি দেব-দুর্লভ পয়োধর-পয়ঃ-পানের প্রকৃত অধিকারী, তিনিই সেই গুহ-গজানন-সেবিত অভয় ক্রোড়ের ভাগহারী। তবে, সন্তানের উৎকট সাধনার যন্ত্রণা দেখিয়া করুণাময়ী যদি কাহাকেও কৃতার্থ করেন, কাল ভয়হারীকাল জলদ কান্তি পুঞ্জে গর্ভস্থ কাল রাত্রির ঘোরান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া জরায়ু যোগস্থ সন্তানের হৃদয়ে যোগীন্দ্র-হৃদিচারিণী যদি স্বয়ং দর্শন দেন, নিজ মায়া খড়্গের খরধারে সংসার-মায়াপাশ ছেদন করিয়া ভক্ত সাধক সন্তানকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লয়েন, তবে তাহাও জানিবে জন্মজন্মান্তরের বহু কঠোর সাধনার ফল, বিনা সাধনায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই, তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃত সাধন ব্যতিরেকে সে রাজ্যে পৌঁছিবার উপায় নাই। বাহিরে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইলেও জীব যে গৃহে রুদ্ধ, সে গৃহের কবাট তাহার হস্তায়ত্ত নহে, জীব, উর্দ্ধ সংখ্যা মায়াশয্যায় শয়ন করিয়া রোদন করিতে পারে। কিন্তু কবাট খুলিয়া দিবার অধিকার জননীর; তবে জীবের এই পর্য্যন্ত সাধ্য যে, সে উৎকট রোদন করিয়া মায়ের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতে পারে—সাধক কঠোর সাধনার বলে মূলাধারে নিদ্রিতা জননী কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে পারেন, তিনি যদি উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের কবাট খুলিয়া দেন, তবেই এক দিন বাহির হইবার কথা আছে, নতুবা জানিবে সাধন ভজন, সকলই অরণ্যে রোদন বই আর কিছুই নহে। [সাধক এই স্থলে গীতাঞ্জলির "ছুটিল শিকল ছিঁড়ে পাগল যে হায়, ঐ দেখ্ আর দেখা না যায়", এবং "জাগিয়ে দে চৈতন্য ময়ি! এবার আমি জেগে যাই" দুইটি সঙ্গীত দেখিলে সাহায্য পাইবেন]

দ্বিতীয়তঃ। ব্রহ্মের নাম রূপ আছে বা নাই, ইহা বলিবার অধি-

কার জীবের নাই—বলিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেননা সে তত্ত্ব জীবের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। তবেই অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়াছেন বলিয়াই জগতের যাহা কিছু বিশ্বাস অবিশ্বাস। এখন জিজ্ঞাসা করি, যে শাস্ত্র বলিতেছেন, ব্রহ্মের নাম নাই রূপ নাই—সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন, " ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ " ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়ার দ্বারা কল্পিত, " কল্পিত " বলিলেই যদি তাহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না থাকে, তবে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের অস্তিত্ব থাকে কেন? জগৎও জীবের অপ্রত্যক্ষ নহে, তৃণও অপ্রত্যক্ষ নহে, কল্পিত জগতে যদি তৃণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে ইহা ধ্রুব সত্য হয় তবে ব্রহ্মার অবস্থান বা অস্তিত্ব অসম্ভব হইল কিসে, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি কেহ বলেন—এ " ব্রহ্মন্ " শব্দে তোমার চতুর্ম্মুখ রক্তবর্ণ সাকার ব্রহ্মা নহেন, তবে ত আরও মঙ্গল, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যদি তৃণের সঙ্গে ২ মায়া কল্পিত মিথ্যা হইয়া উঠেন, তবে আর সত্য ব্রহ্ম থাকিলেন কে? বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন করিতে গিয়া যে শাখায় বসিয়া আছি, সর্ব্বাগ্রে তাহারই ছেদন, সাকার ব্রহ্ম উঠাইতে গিয়া নিরাকার ব্রহ্মের মূলোৎপাটন, এ সকল কালিদাসী বিদ্যার পরিণাম, কেবল ব্যাখ্যা কর্ত্তার আত্মপতন, সুতরাং সাবধান করা ভিন্ন সে সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। আমরা সেই শাস্ত্রের বাক্যে নির্ভর করিয়াই বলিতেছি—জগতের ব্যাপারের মধ্যেই ব্রহ্মাদি—তাই যত দিন জগৎ রহিয়াছে ততদিন ব্রহ্মা আছেন, বা যতদিন ব্রহ্মা আছেন ততদিন জগৎ রহিয়াছে। মায়াকল্পিত বলিয়া জগৎ যেমন তোমার আমার পক্ষে মিথ্যা নহে, তদ্রূপ সাধকের চক্ষে ব্রহ্মাদি দেবতাও মিথ্যা নহেন।

তৃতীয়তঃ।·তর্ক বিচার যুক্তি প্রমাণে অসিদ্ধ হইলেও যদি স্বীকার করিয়া লই—নিরাকার বাদের ব্যাখ্যাই স্থির, ব্রহ্মের নাম রূপ নাই,

ইহাই সত্য ; তাহা হইলেও ত নিস্তার নাই, ব্রহ্মের যদি নাম রূপ নাই থাকে, তবে " ব্রহ্মের নাম রূপ নাই " এ কথা বলিতেছেন কে ? মহানির্বাণ তন্ত্রের বক্তা সদাশিব, শ্রোত্রী আদ্যাশক্তি, তাঁহারা নিজেরাই নাম রূপ বিশিষ্ট ব্রহ্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"গুরু শিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়ং দেবোমহেশ্বরঃ।
পূর্ব্বোত্তর পদৈ র্বাক্যৈ স্তন্ত্রান্ সমবতারয়ৎ ॥"

স্বয়ং মহেশ্বর " গুরু শিষ্য " পদে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন এবং উত্তর বাক্য দ্বারা তন্ত্র সমূহের অবতারণা করিয়াছেন, অর্থাৎ আগমের অবতারণা সময়ে শিষ্য রূপে দেবী প্রশ্ন করিয়াছেন, মহাদেব গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার উত্তর করিয়াছেন, আবার নিগমের অবতারণা সময়ে মহাদেব স্বয়ং শিষ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, দেবী গুরুরূপে তাহার উত্তর করিয়াছেন। অথবা দেবীর অভিন্ন স্বরূপে দেবই উভয় স্থলে গুরু শিষ্য রূপে তন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্মের যদি নাম রূপ নাই থাকে—তবেত এ দেব দেবী সমস্তই মিথ্যা, দেব দেবী মিথ্যা হইলে তন্ত্র শাস্ত্র সত্য কিসের ? মহাদেব এবং মহাদেবী বলিয়াছেন বলিয়াই ত সর্ব্ব শাস্ত্রাপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব—আজ্ সেই বক্তা এবং বক্ত্রী, দেব দেবীই যদি মিথ্যা হইয়া যান—তবে তন্ত্রের সে গৌরব সে প্রামাণ্য কোথায় থাকে ? তন্ত্র যদি দেবতার আদেশ না হয়, তাহা হইলে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মানবের ভ্রান্ত বাক্য উড়াইতে কত ক্ষণ ? তখন মহা নির্ব্বাণতন্ত্র বলিয়াছেন বলিলে আর কাহারও মস্তক নত হইবে না, নিরাকার বাদী যেমন বলিবেন ব্রহ্মের নাম রূপ মানি না, সাকার বাদী তৎক্ষণাৎ গর্ব্বিত মস্তকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিবেন, তোমার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই মানি না, তবেই বিচার বিবাদ সব ঘুচিল, ব্যাখ্যা যুক্তি সব মিটিল বচন প্রমাণ সব উড়িল, তাই বলিতেছিলাম—যেখানে আত্মরক্ষার উপায় নাই—সেখানে কৌশলে স্বার্থের অভিসন্ধি করাই অতি নির্ব্বোধের কার্য্য।

আর একটি কথা, শাস্ত্রকে যদি প্রমাণ স্বরূপে রাখিয়া বিচার করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের আদ্যন্ত সমস্তই সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির রাখিতে হয়, তাহা হইলে চতুঃষষ্টি পটলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মধ্যে এই চারিটি বচনই প্রমাণ, আর সমস্তই অপসিদ্ধান্ত এ কথা কে বলিল? যদি সত্য হয়, তবে আদ্যন্ত সমস্তই সত্য, আর যদি মিথ্যা হয়, তবে সমস্তই মিথ্যা আমার মনের মত চারিটি বচন সার সত্য আর সমস্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ইহা কোন্ নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচার? গঙ্গার মধ্য হইতে আমি যে চারি গণ্ডুষ জল উঠাইয়া লইয়াছি, তাহাই সেই ব্রহ্ম কমণ্ডলুবাসিনী ব্রহ্মময়ী গঙ্গা, তদ্ভিন্ন হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত এ অপ্রতিহত প্রবাহে সমস্তই মর্ত্ত্যভূমির খাদজল, এ কোন্ আস্তিক্য-বিশ্বাস? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, বর্ণাশ্রম যুগধর্ম্ম, যোগতত্ত্ব ষট্‌চক্র রাজনীতি, ব্যবহার ধর্ম্ম, সাধন ধর্ম্ম, সৃষ্টি স্থিতি সংহার, ব্রহ্মাণ্ড বিভাগ, চতুর্দ্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, দেব দেবীর নাম ধাম উপাসনা, দিব্য বীর পশ্বাচার, দেবতার মন্ত্র যন্ত্র মন্দির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা মুক্তি বিভাগ ইত্যাদি রাশি রাশি বিধি ব্যবস্থায় সঙ্গঠিত, এ সমস্তই মিথ্যা, সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কেবল ঐ চারিটি বচন, তাও আবার নিজ মতানুসারে অপার্থ কূটার্থ কদর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তবে সত্য, ইহার নাম সিদ্ধান্ত নহে, বিশ্বাস ঘাতকতা ঘোর স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মত্ত-প্রলাপ!!! কি তন্ত্র, কি বেদ, কি পুরাণ, সর্ব্বত্রই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিকাণ্ড ভেদে সাধন ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সেই প্রণালী অনুসারেই মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধির পর জ্ঞান কাণ্ডের অধি-কারে ভগবান্ যাহা উপদেশ দিয়াছেন, আজ্ কাল্ কার কাণ্ডজ্ঞান-হীন ব্যাখ্যাতার হস্তে পড়িয়া তাহা হইতেই এই সকল "ইতো ভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ" নাস্তিকতার আবির্ভাব হইতেছে, স্বভাবখল সর্পের মুখে দুগ্ধ দিলেও তাহা গরলরূপেই পরিণত হয়, তদ্রূপ স্বভাব-নাস্তিক স্বার্থপরের হস্তে শাস্ত্র পড়িলেও তাহা হইতে এইরূপ নাস্তিকতারই

আবিষ্কার হয়, বস্তুতঃ যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থ ব্যাখ্যায় এইরূপে আর্য্য-সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও যে নিজ বিশ্বাস ঘাতকতা নিজে বুঝিতে না পারেন, তাহা নহে, কিন্তু বুঝিলেও দুর্ব্বল মানব হৃদয়ের স্বার্থপরতা তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইতে দেয় না, তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের অন্তরে, আর নিরক্ষর মূর্খ পল্লীকে যাহা বুঝাইতে বসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের বাহিরে, তাই আজ্ কাল্ আমরা কেবল কথায় ইহাঁদিগকে অন্তরে বাহিরে " দ্বিজিহ্ব " বলিতে পারি, কিন্তু বলিতে কি, আজ্ যদি আর্য্যরাজত্ব থাকিত, তাহা হইলে এই সকল ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাতা গণ তৎক্ষণাৎ দ্বিজিহ্ব হইতেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। অথবা—

ন বেত্তি যো যস্য গুণ প্রকর্ষং স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
যথা কিরাতী করি কুম্ভজাতাং মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাং॥

যে যাহার গুণের প্রকর্ষ না জানে, সে তাহাকে সতত নিন্দা করিবে ইহা বিচিত্র নহে, যেমন কিরাত-কামিনী করিকুম্ভ-সম্ভবা মুক্তাকে পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জার হারে সজ্জিতা হয়েন। তাই আর্য্য কবিগণ বলিয়াছেন, ইহার জন্য দুঃখ করিতে নাই, কেননা, যাহার যাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই, সে তাহাকে উপেক্ষা করে বলিয়াই অনাদর করে না— যেমন " মালতী মল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনং " " মালতী এবং মল্লিকার সৌরভ ভুবনমোহন হইলেও নাসিকাই তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু চক্ষু পারে না, তাই বলিয়া চক্ষু অপরাধী নহে, কিন্তু অশক্ত ; তদ্রূপ সাকার উপাসনার উপযুক্ত জ্ঞানভক্তি চিত্ত শুদ্ধি যাহার জন্ম জন্মান্তরেরও পর পারে অবস্থিত, সে যদি " সাকার উপাসনা মিথ্যা " বলে, তবে বুঝিতে হইবে সে অপরাধী নহে, দণ্ডনীয় নহে, প্রত্যুত সর্ব্বসাধারণের কৃপা পাত্র, কেননা সাকার উপাসনার

গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ধারণা করিবার শক্তি তাহাকে ভগবান্ এখনও দেন নাই, বুঝিতে হইবে বাহ্য আকারে মানব হইলেও অন্তরে তাহার মানবত্ব (মনুর সন্তানত্ব) এখনও অপূর্ণ, সে এখনও মানব-জগতে অপরিচিত এবং নিম্ন স্তর হইতে অচিরাৎ—উত্থিত। সে যাহাই হউক দস্যুকে সদুপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে পথিককে সাবধান করা উচিত, এ সকল বাদ প্রতিবাদ স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাজকে সাবধান করা উচিত, কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে অযথা হুঙ্কার করিয়া দস্যুগণ আপন পরিচয় আপনিই দিয়াছেন, পথিকগণ তাঁহার সে স্বর চিনিয়াছেন—আর্য্য সমাজ তাঁহাদিগের এ সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যার নিগূঢ় অভিসন্ধি অনেক দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন, দৈত্যদলনী জগজ্জননী ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া এ সকল কলির দৈত্য হইতে জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন!!!

শ্রীমদ্ভাগবতে ভূতভয়হারী ভগবান্ যে সময়ে সাধন ধর্ম্মের অধিকারে ভক্ত চূড়ামণি উদ্ধবকে ভক্ততত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই স্থলে বলিয়াছেন—

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

জলময় তীর্থ সমস্ত তেমন তীর্থ নহেন, মৃন্ময় এবং শিলাময় দেব মূর্ত্তি সমস্তও তেমন দেবতা নহেন, সাধুগণ যেমন তীর্থ এবং যেমন দেবতা; কারণ, জলময় তীর্থকে বহুকাল সেবা করিলে এবং মৃৎপাষাণ মূর্ত্তিময় দেবতাকেও বহুকাল আরাধনা করিলে তবে তাঁহারা পাপীকে পবিত্র করেন কিন্তু সাধুগণের এমনই বিচিত্র প্রভাব যে, তাঁহারা দর্শন মাত্রেই জীবকে পবিত্র করেন।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মান মীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

"সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী আত্মা ঈশ্বর" এই রূপে আমাকে

মোহ বশতঃ না জানিয়া যে আমার প্রতি মূর্ত্তি পূজা করে, সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে।

পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকগণ এই দুইটি শ্লোককেও নিরাকারবাদের প্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রথম শ্লোক হইতে তাঁহারা ইহাই সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে, জলময় তীর্থ তীর্থই নহেন এবং মৃন্ময় দেবতা দেবতাই নহেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যদি তাহাই হয় তবে আবার "তে পুনস্ত্যুরুকালেন' এ কথা কেন? যিনি তীর্থই নহেন,দেবতাই নহেন, বহুকাল সেবা করিলেই বা তিনি জীবকে পবিত্র করিবেন কোন্ শক্তি বলে? ভগবান্ যখন বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্রতা বিধান করিবেন, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে তীর্থ এবং দেবমূর্ত্তি অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তের প্রভাব অতিরিক্ত, কারণ তীর্থ এবং দেবতা পবিত্র করিলেও তাহাতে জীবের সেবা ও আরাধনার অপেক্ষা আছে ; কিন্তু স্বচ্ছন্দ কৃপাময় ভক্তের কৃপাদৃষ্টি পাতে সে অপেক্ষা নাই, ভক্তে এবং তীর্থে ও ভগবন্মূর্ত্তিতে ইহাই বিশেষ। যে শ্লোকের তৃতীয় পাদে এই রূপে ধরা পড়িতে হয়, সেই শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যাহারা চুরি করিতে অগ্রসর হয়, ভরসা করি সাধক বর্গ, সেই সকল সুবুদ্ধি চতুর চোরকে অবশ্য ক্ষমা করিবেন।

আবার দ্বিতীয় শ্লোক হইতে তাঁহারা সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতব্যাপী" এইরূপ উপাসনা না করিয়া যাহারা মূর্ত্তি-পূজা করে, তাহারা কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে, দুঃখের কথা বলিব কি, ইহাঁদের এই দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনা দেখিয়া হাঁসিও পায়, লজ্জাও হয়, যাহারা পূজা জপ স্তব হোম কিছুই মানে না, তাহারা আবার ভস্মে আহুতি দেওয়া বলিয়া দৃষ্টান্ত দেয় কেন? স্বরূপতঃ অগ্নিতে আহুতি আছে বলিয়াই তাহার বিপরীত বাক্য ভস্মে আহুতি দেওয়া—অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ইহা সাকার উপাসনারই কথা, যদি মূলে সেই সাকার উপাসনাই মিথ্যা হয়, তবে এ হোমের

দৃষ্টান্ত আসিল কোথা হইতে? যাহা হউক ভগবান্ বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বভূত-ব্যাপী আত্মা ঈশ্বর এই জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া যে আমার মূর্ত্তি উপাসনা করে, সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে, কেননা আমি জড় চৈতন্য সর্ব্বভূতে অবস্থিত এ জ্ঞান না থাকিলে প্রতিমায় আমার অধিষ্ঠান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাহার বিশ্বাস হইবে কিরূপে? অর্থাৎ আমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এ জ্ঞান যাহার না আছে, মূর্ত্তি পূজায় সে আদৌ অধিকারীই নহে, এ শ্লোকের ফলিতার্থে যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে ত মূলে ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে মূর্ত্তিপূজাই সিদ্ধ হয় না, কিন্তু কালক্রমে ইহারই অর্থ হইয়াছে যে, মূর্ত্তি পূজা যে করে, সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে। মহাজন! তোমার অর্থ তোমার গৃহেই থাকুক্, আর অকারণ বদান্যতা প্রকাশ করিয়া লোককে এ অর্থ দেখাইয়া পথের কাঙ্গাল সাজাইও না, অর্থের নামে এ অনর্থ-সৃষ্টি আর করিও না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি সংশয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে। যুগ মাহাত্ম্যেই হউক বা দল মাহাত্ম্যেই হউক বঙ্গদেশে এরূপ কত গুলি ধর্ম্ম সম্প্রায়ের নেতা বা অভিনেতা আছেন, যাঁহারা আপনাকে এবং আপন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বতত্ত্ব মীমাংসক এবং সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সাধকের দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করেন এবং প্রচার করেন, কি জানি ভগবানের কিরূপ বিরূপ দৃষ্টি —ভগবান্ আর ভগবতীকে এক পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করাকে তাঁহারা অখণ্ডনীয় মহা-পাতক বলিয়া মনে করেন, এবং যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকেও নারকীয় কীট সদৃশ অস্পৃশ্য মনে করিয়া ঘৃণার ন্যক্কারে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। মানব হইয়া মানবের প্রতি এরূপ ব্যবহার একান্ত অসম্ভব নহে—কিন্তু ইহাঁদিগের নিকটে দেবতারও নিস্তার নাই, ঈশ্বরকেও ক্ষমা নাই। বলিব কি, সাধকগণ একটু গুপ্ত অনুসন্ধান

করিলেই অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাইবেন, ইহাঁরা স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া, সেই নিবেদিত নির্ম্মাল্য দ্রব্যাদি শ্রীরাধিকাকে নিবেদন করেন, কেননা, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, এবং শক্তি রূপিণী শ্রীরাধিকা তাঁহার দাসী, প্রভুর পত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করাই দাসীর কার্য্য এবং উক্ত উচ্ছিষ্ট প্রভুর অনুগ্রহ চিহ্ন স্বরূপ, অতএব দাসীর পক্ষে অতি আদরণীয় এবং বিশেষ প্রীতিপ্রদ। শ্রী-কৃষ্ণের সহচারিণী অন্ততঃ দাসী বলিয়াও রাধিকার সম্মান যেরূপে হউক এই এক রূপে রক্ষা পাইল, কিন্তু একাকিনী গায়ত্রীর আর উদ্ধার নাই, গায়ত্রীর সঙ্গে কেহ থাকিলে তাহাকেও ইহাঁরা অনায়াসে এই দলভুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কি করিবেন, ত্রিবেদ-জননী ত্রিদেব-প্রসবিনী গায়ত্রী কাহারও সহচারিণী নহেন, তাঁহাকে কাহারও দাসী বলিবার সুযোগ নাই এজন্য " নিতান্তই শক্তি " বলিয়া ইহাঁরা গায়ত্রীকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও গায়ত্রীজপ কিম্বা গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করাও ইহাঁদিগের মতে মহাপাপ এবং সাধন তত্ত্বের এই একান্ত গুপ্ত নিষ্ঠা সাধারণ্যে প্রকাশ করাও গর্হিত। তবে, প্রকাশ্যে লৌকিক এবং কৌলিক প্রথা ও জাতিভেদ রক্ষার জন্য পুরোহিত ভট্টাচার্য্য দ্বারা পুত্রাদির উপনয়ন হইয়া থাকে এই মাত্র। উপনয়নের পর কদাচিৎ পুরোহিত ব্রাহ্মণের অনবসরবশতঃ তিনি উপনীত বালকের পিতা বা পিতামহকে যদি তাহার সন্ধ্যা গায়ত্রী শিখাইবার জন্য অনুরোধ করেন, তবেই সর্ব্বনাশ—অনেক স্থলেই এরূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুই একটি দার্শনিক পণ্ডিতও এরূপ আছেন, যাঁহারা, সুযোগ বিশেষে বলিয়া থাকেন—শক্তি-উপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মো-পাসনা নহে। তাঁহাদের মতে আবার এরূপ সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয়ও নহে, বেদান্ত মতে যাঁহার নাম মায়া বা অবিদ্যা, ইহাঁরা তাঁহাকেই "আদ্যা শক্তি মহামায়া " বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই মায়া বা অবিদ্যা জড়

পদার্থ, তাঁহার নিজের চৈতন্য নাই—তবে চৈতন্যরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পাইয়া কার্য্যকালে ইনি চেতনার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকেন এই মাত্র। এই জন্য ইহঁারা বলিয়া থাকেন, শক্তিমান্ চৈতন্যময় এবং শক্তি জড় পদার্থ—সুতরাং ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া যাহারা জড়ের উপাসনা করে, তাহারাও জড় বই আর কি ?

এখন দেখিতে হইবে তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুমোদিত কি না। শক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরে বিবেচ্য, কারণ তন্ত্রশাস্ত্র শক্তিপ্রধান বলিয়াই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এ জন্য প্রথমতঃই তান্ত্রিক প্রমাণ দিলে হয় ত তাহা তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইবে না। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষযজ্ঞ প্রস্তাবে ব্রহ্মকৃতশিবস্তবে—

শ্রীব্রহ্মোবাচ। জানে ত্বা মীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্যচ পরং যত্তদ্ ব্রহ্ম নিরন্তরং।
ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপদো যথা॥

আপনি বিশ্বের ঈশ্বর ইহা জানি, আবার এই নিখিল চরাচর জগতের যোনি এবং বীজ স্বরূপ, শক্তি এবং শিব এই উভয়ের অভিন্ন রূপ পর ব্রহ্মও যে আপনি, তাহাও জানি। ভগবন্! ঊর্ণনাভির ক্রীড়ার ন্যায় আপনিই শিব শক্তি উভয় স্বরূপে বিভিন্ন হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার ক্রীড়া করিতেছেন। এ স্থানে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন, শিব শক্তির যাহা অভিন্ন তত্ত্ব তাহাই পরব্রহ্ম। তিনিও শক্তির অংশ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

প্রকৃতির্যাস্যোপাদান মাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়ং ত্বহং।

এই বিদ্যমান জগতের উপাদান রূপা প্রকৃতি, আধাররূপ পরম

পুরুষ, এবং তাহার অভিব্যঞ্জক কাল, এই ত্রিভাগে বিভক্ত ব্রহ্ম আমি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং।

ভূমিরাপো নলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মনঃ বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে। এই অষ্টধা বিভক্ত প্রকৃতি অপরা, হে মহাবাহো! আমার চৈতন্য রূপিণী পরা প্রকৃতিকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া জান—যে পরা শক্তি জীবের জীবনস্বরূপা এবং যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ ধৃত হইতেছে। এ স্থলে ভগবান্, অষ্টধা বিভক্ত জড় প্রকৃতির নির্দেশ করিয়া নিত্য চৈতন্যরূপিণী নিখিল জীবের সঞ্জীবনী শক্তিকেই পরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—এতাবতা জড় ও চৈতন্য ভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা।

অপিচ—প্রকৃতিং স্বা মধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

স্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে—পূতাত্মকৃতশিবস্তবে—

বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদ স্ত্বমেকঃ সর্ব্বগো যতঃ।
স্তুত্যং স্তোতা স্তুতি স্ত্বঞ্চ সগুণো নির্গুণো ভবান্।
সর্গাৎ পুরা ভবানেকো রূপনামবিবর্জ্জিতঃ।
যোগিনোপি নতে তত্ত্বং বিদন্তি পরমার্থতঃ।
যদৈকালা ন শক্নোষি রন্তুং স্বৈরচরপ্রভো।
তদিচ্ছা তব যোৎপন্না সেব্যা শক্তিরভূত্তব।
ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তি প্রভেদতঃ।
ত্বং জ্ঞানরূপো ভগবান্ স্বেচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী।
উভাভ্যাং শিবশক্তিভ্যাং যুবাভ্যাং নিজলীলয়া।

উৎপাদিতা ক্রিয়াশক্তি স্ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
জ্ঞানশক্তি র্ভবানীশ ইচ্ছাশক্তিরুমা স্মৃতা।
ক্রিয়া শক্তি রিদং বিশ্ব মস্য ত্বং কারণং ততঃ।

পুনশ্চ তত্রৈব—

ত্বং পুংপ্রকৃতিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ড মসৃজঃ পুরা।
মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিশ্বমেতচ্চরাচরং।
অত স্ত্বত্তো ন মন্যেহং কিঞ্চিদ্ভিন্নং জগন্ময়।
ত্বয়ি সর্ব্বানি ভূতানি সর্ব্বভূতময়ো ভবান্॥

হে বিশ্বেশ্বর, তুমিই বিশ্ব স্বরূপ, তোমাতে এবং বিশ্বে কোন ভেদ নাই, যেহেতু এক মাত্র তুমিই সর্ব্বব্যাপী, স্তবের বিষয় স্তবের কর্ত্তা এবং স্তব স্বরূপও তুমি, তুমিই সগুণ এবং নির্গুণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে রূপ নাম বিবর্জ্জিত একমাত্র তুমিই অবস্থিত ছিলে, যোগিগণও পরমার্থতঃ তোমার সে তত্ত্ব অবগত নহেন। হে স্বৈরচর প্রভো! যে সময়ে তুমি একাকী আত্মরমণে অসমর্থ হইয়াছিলে, সেই সময়ে যিনি তোমার ইচ্ছারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন তিনিই তোমার সেবনীয়া শক্তি। স্বরূপতঃ এক হইলেও শিব শক্তি প্রভেদে তুমি দ্বি রূপ লাভ করিয়াছ, তুমি জ্ঞান রূপ ভগবান্ এবং ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী। এই শিব শক্তি ভেদে উভয়রূপ তোমাদিগের কর্ত্তৃক নিজলীলা ক্রমে ক্রিয়াশক্তি উৎপাদিতা হইয়াছেন, এবং সেই ক্রিয়াশক্তি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি স্বয়ং জ্ঞান শক্তিস্বরূপ, উমা ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী এবং এই বিশ্ব ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ, অতএব বিশ্বের এক মাত্র কারণ স্বরূপ তুমি। পুনশ্চ।—

পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপে তুমি প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অখিল বিশ্ব চরাচর অবস্থিত হইয়াছে অতএব হে জগন্ময় আমি কিছুই তোমা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি না, সর্ব্বভূত তোমাতে অবস্থিত এবং তুমি সর্ব্বভূতময়।

রামায়ণে অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে—বাল্মীকি বাক্যং।

জানকী প্রকৃতিঃ সাক্ষাদাদিভূতা সনাতনী।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধি র্ভূতি র্ভূতিমতাং সতী।
বিদ্যাঽবিদ্যাচ মহতী গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিগু র্ণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা।
ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড সংভূতা সর্ব্বকারণ কারণং।
প্রকৃতি র্বিকৃতি র্দেবী চিন্ময়ী চিদ্বিলাসিনী।
মহাকুণ্ডলিনী সর্ব্বানুস্যূতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা।
তস্যা বিলসিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরং॥
যা মাধায় হৃদি ব্রহ্মন্ যোগিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বিঘট্টয়ন্তি হৃদ্গ্রন্থিং ভবন্তি চ স্বমূর্ত্তিকাঃ॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি সুব্রত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা প্রকৃতি সম্ভবঃ॥
রামঃ সাক্ষাৎ পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরঃ পুমান্।
আকৃতৌ পরমো ভেদো ন সীতা রাময়োর্যতঃ॥
রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো
নাণু র্ভেদো হ্যেতয়োরস্তি কশ্চিৎ।
সন্তো বুদ্ধা তত্ত্ব মেতদ্ বিবুদ্ধাঃ
পারং যাতাঃ সংসৃতে র্মৃত্যুবক্ত্রাৎ॥
রামোঽচিন্ত্যো নিত্যচিৎ সর্ব্বসাক্ষী
সর্ব্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈক কর্ত্তা।
ভর্ত্তা হর্ত্তা নন্দমূর্ত্তি র্বিভূমা
সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ সঃ॥

* * * *

তয়োঃ পরং জন্ম উদাহরিষ্যে
যয়ো র্যথা কারণদেহ ধারিণোঃ।

অরূপিণো রূপবিধারণং পুন—
নৃ'ণা মহোনুগ্রহ এব কেবলং ॥

অপিচ অত্রৈব সীতয়া সহস্রবদনরাবণ বধানন্তরং শ্রীরামচন্দ্র-কৃত তদীয়স্তবে—

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ
যন্মে সাক্ষাৎ ত্বমব্যক্তা প্রসন্না দৃষ্টিগোচরা ॥
ত্বয়া সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং প্রধানাদ্যং ত্বয়ি স্থিতং।
ত্বয্যেব লীয়তে দেবি! ত্বমেব চ পরা গতিঃ ॥
বদন্তি কেচিত্ত্বামেব প্রকৃতিং বিকৃতেঃ পরাং।
অপরে পরমাত্মজ্ঞাঃ শিবেতি শিবসংশ্রয়ে ॥
ত্বয়ি প্রধানঃ পুরুষো মহান্ ব্রহ্মা তথেশ্বরঃ।
অবিদ্যা নিয়তি র্ম্মায়া কালাদ্যাঃ শতশোঽভবন্ ॥
ত্বংহি সা পরমা শক্তি রনন্তা পরমেষ্ঠিনী।
সর্ব্বভেদ বিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বভেদাশ্রয়া নিজা ॥
ত্বামধিষ্ঠায় যোগেশি! পুরুষঃ পরমেশ্বরীং।
প্রধানাদ্যং জগৎ কৃৎস্নং করোতি বিকরোতিচ ॥
ত্বয়ৈব সঙ্গতো দেবঃ স্বমানন্দং সমশ্নুতে।
ত্বমেব পরমানন্দ স্ত্বমেবানন্দদায়িনী ॥
ত্বমেব পরমং ব্যোম মহাজ্যোতি র্নিরঞ্জনং।
শিবং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনং ॥

জানকী, আদিভূতা সনাতনী সাক্ষাৎ প্রকৃতি, তিনিই তপঃসিদ্ধি স্বর্গসিদ্ধি এবং বিভুগণের নিত্যা বিভূতি। ব্রহ্মবাদিগণ সেই মহাশক্তিকেই বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই উভয় রূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিই ঋদ্ধি সিদ্ধি গুণময়ী গুণাত্মিকা এবং গুণাতীতা। তিনি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, এই উভয় রূপে সম্মিলিতা, সমস্ত কারণের কারণস্বরূপা, প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয় রূপে নিত্য ক্রীড়াময়ী চিন্ময়ী এবং

চিদ্বিলাসিনী। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিনী ব্রহ্মরূপিণী মহাকুণ্ড-লিনী, এই চরাচর নিখিল জগৎ কেবল তাঁহারই বিলাস মাত্র, হে ব্রহ্মন্! যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া তত্ত্বদর্শী যোগিগণ হৃদয়গ্রন্থি বিঘট্টিত করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হয়েন। সুব্রত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, সেই সেই সময়ে সেই মহাপ্রকৃতি নিজ মায়াবলম্বনে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। রামচন্দ্রও সাক্ষাৎ পরম জ্যোতিঃ পরম ধাম এবং পরম পুরুষ, যে হেতু সীতা এবং রাম চন্দ্রের স্বরূপতঃ পরম ভেদ কিছু নাই। রামচন্দ্রই সীতাস্বরূপ এবং জানকীই রামভদ্র স্বরূপ, ইহাঁদিগের পরস্পর অণুমাত্রও কোন ভেদ নাই। সাধুগণ এই তত্ত্ব বুঝিয়াই মায়া-নিদ্রার ভঙ্গ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়াছেন এবং মৃত্যুবক্ত্র হইতে সংসার সাগরের পারান্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রামচন্দ্র, অচিন্ত্য নিত্যচৈতন্য স্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী সর্ব্বলোকের এক মাত্র কর্ত্তা ভর্ত্তা এবং হর্ত্তা, আনন্দমূর্ত্তি বিভূমা। যোগিগণ সীতা সহকারে অভিন্নরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই, অজ হইয়াও কারণ-দেহধারী প্রকৃতি পুরুষের পরম বিচিত্র জন্ম বৃত্তান্তের যথাযথ উদাহরণ করিব। স্বরূপতঃ অরূপ হইলেও তাঁহাদের এই লীলারূপ ধারণ কেবল মানব কুলের উদ্ধার জন্য অপার অনুগ্রহ বই আর কিছুই নহে।

অনন্তর কালিকামূর্ত্তি সীতা কর্ত্তৃক সহস্রবদন রাবণ হত হইলে রামচন্দ্র তাঁহার স্তবস্থলে বলিয়াছেন—

অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, তপস্যা সফল হইল, যে হেতু তুমি চরাচরের অব্যক্তরূপা হইয়াও প্রসন্ন রূপে আমার দৃষ্টিগোচরা হইলে। সমস্ত জগৎ তোমারই সৃষ্ট এবং প্রধান প্রভৃতি তত্ত্ব তোমাতেই অবস্থিত, মহাপ্রলয় কালে এ জগৎ তোমাতেই বিলীন হয়—তুমিই জীবের পরমাগতি, কেহ তোমাকে বিকৃতি হইতে স্বতন্ত্রা প্রকৃতি

বলিয়া কীর্ত্তন করেন, হে শিবসংশ্রয়ে! আবার অপর পরমাত্মজ্ঞানী-গণ তোমাকে শিব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রধান, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, ব্রহ্মা ঈশ্বর, অবিদ্যা নিয়তি মায়া এবং কাল প্রভৃতি শত শত অবয়ব তোমা হইতেই উৎপন্ন এবং তোমাতেই অবস্থিত হইয়াছে। তুমিই সেই পরমেষ্ঠিরূপা অনন্তা পরমা শক্তি, সর্ব্বভেদ বিনির্ম্মুক্তা এবং সর্ব্ব ভেদের আশ্রয় রূপা ও স্বস্বরূপা। হে যোগেশ্বরি! পরমেশ্বরী রূপা তোমাকে অধিষ্ঠান করিয়াই পুরুষ এই প্রধানাদি কৃৎস্ন জগৎকে কৃত এবং বিকৃত করেন। পুরুষরূপ পরম দেব তোমার সহিত সঙ্গত হইয়াই নিজ আনন্দ ভোগ করেন, তুমিই পরমানন্দস্বরূপিণী এবং পরমানন্দদায়িনী, তুমিই পরম ব্যোম মহাজ্যোতিঃ নিরঞ্জন শিব সর্ব্বগত সূক্ষ্ম পর ব্রহ্ম সনাতন।

মহাভাগবতে—

যা মারাধ্য বিরিঞ্চি রস্য জগতঃ স্রষ্টা হরিঃ পালকঃ।
সংহর্ত্তা গিরিশঃ স্বয়ং সমভব দ্ধ্যেয়াচ যা যোগিভিঃ॥
যা মাদ্যাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয়স্তত্ত্বার্থবিজ্ঞাঃ পরাং।
তাং দেবীং প্রণমামি বিশ্বজননীং স্বর্গাপবর্গপ্রদাং॥ ১॥
যা স্বেচ্ছয়াস্য জগতঃ প্রবিধায় সৃষ্টিং
সংপ্রাপ্য জন্ম চ তথা পতি মাপ শম্ভুং।
উগ্রৈস্তপোভিরপি যাং সমবাপ্য পত্নীং।
শম্ভুঃ পদং হৃদি দধে পরিপাতু সা বঃ॥২॥

* * * *

তৎশ্রুত্বা ভগবান্ ব্যাসো ব্রহ্মলোকং তদা যযৌ।
বেদান্ প্রণম্য পপ্রচ্ছ কিং ব্রহ্ম পদ মব্যয়ং॥ ৩॥
ঋষে স্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনয়াবনতস্থ বৈ।
বেদাঃ প্রত্যেকতঃ প্রাহু স্তৎক্ষণান্মুনি পুঙ্গব॥ ৪॥
ঋগ্বেদ উবাচ। যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

বদাহ ভৎ পরং তত্ত্বং সাক্ষাদ্ ভগবতী স্বয়ং ॥ ৫ ॥
যজুর্ব্বেদ উবাচ। যা যজ্ঞৈরখিলৈঃ সর্ব্বেরীশ্বরেণ সমিজ্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং ॥ ৬ ॥
সামবেদ উবাচ। যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে।
যয়েদং ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী ॥ ৭ ॥
অথর্ব্ববেদ উবাচ। যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিনো জনাঃ
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীমুমাম্ ॥ ৮ ॥
শ্রুতয়স্ত্বেব মুক্ত্বা তাঃ পুন রূচুর্মহ. মুনিং।
প্রত্যক্ষং দর্শয়িষ্যামো যথাস্মাভিরুদাহৃতং ॥ ৯ ॥
ইত্যেব মুক্ত্বা শ্রুতয় স্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরীং।
সর্ব্বদেবময়ীং শুদ্ধাং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাং ॥ ১০ ॥

শ্রুতয় উচুঃ।

দুর্গে! বিশ্বময়ি! প্রসীদ পরমে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যত্রয়ে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ পুরুষা স্ত্রয়ো নিজগুণৈ স্ত্বৎস্বেচ্ছয়া কল্পিতাঃ ॥
নোতে কোপিচ কল্পকোত্রভুবনে বিদ্যেত মাত র্যতঃ।
কঃশক্তঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণান্ লোকে ভবেদ্ দুর্গমান্ ॥১১॥
ত্বা মারাধ্য হরি র্নিহত্য সমরে দৈত্যান্ রণে দুর্জয়ান্।
ত্রৈলোক্যং পরিপাতি শম্ভুরপিতে ধৃত্বা পদং বক্ষসি।
ত্রৈলোক্যক্ষয়কারকং সমপিবৎ যৎ কালকূটং বিষং।
কিং তে বা চরিতং বয়ং ত্রিজগতাং ব্রূমঃ পরে ত্র্যম্বিকে ॥১২॥
যা পুংসঃ পরমস্য দেহিন ইহ স্বীয়ৈ গুণৈর্ম্মায়য়া।
দেহাখ্যাপি চিদাত্মিকাপিচ পরিস্পন্দাদিশক্তিঃ পরা ॥
তন্মায়াপরিমোহিতা স্তনুভৃতো যামেব দেহস্থিতাং।
ভেদজ্ঞানবশাদ্বদন্তি পুরুষং তস্যৈ নমস্তেম্বিকে ॥ ১৩ ॥
স্ত্রী পুংস্ত্ব প্রমুখৈ রুপাধিনিচয়ৈর্হীনং পরং ব্রহ্ম যৎ।
ত্বত্তো যা প্রথমং বভূব জগতাং সৃষ্টৌ সিসৃক্ষা স্বয়ং।

সা শক্তিঃ পরমোপি যচ্চ সমভূম্মূর্ত্তিদ্বয়ং শক্তিতঃ ।
স্বম্মায়াময় মেব্‌তেন হি পরং ব্রহ্মাপি শক্ত্যাত্মকং ॥ ১৪ ॥
তোয়োত্থং করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট্বা যথা নিশ্চয়ঃ ।
তোয়ত্বেন ভবেদ্‌গ্রহোপ্যভিমতং তথ্যং তথৈব ধ্রুবং ॥
ব্রহ্মোত্থং সকলং বিলোক্য মনসা শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মতৎ ।
শক্তিত্বেন বিনিশ্চিতা পুরুষধীঃ পারম্পরা ব্রহ্মণি ॥ ১৫ ॥
ষট্‌ চক্রেষু লসন্তি যে তনুভৃতাং ব্রহ্মাদয়ঃ ষট্‌ শিবাঃ ।
তে প্রেতা ভব শ্রেয়াচ্চ পরমেশত্বং সমায়ান্তি হি ॥
তস্মাদীশ্বরতা শিবে নহি শিবে ত্বয্যেব বিশ্বাত্মিকে ।
ত্বং দেবি ত্রিদশৈকবন্দিতপদে দুর্গে প্রসীদস্ব নঃ ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যেবং শ্রুতিবাক্যৈস্তু শ্রুতিভিঃ সংস্তুতা সতী ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস জগদম্বা সনাতনী ॥ ১৭ ॥
জ্যোতীরূপাহি সা দেবী সর্ব্বপ্রাণি ব্যবস্থিতা ।
ব্যাসস্য সংশয়ং ছেত্তুং স্বতন্ত্রাকৃতিমাদধে ॥ ১৮ ॥
স্ফুরৎ সূর্য্য সহস্রাভাং চন্দ্রকোটিসমদ্যুতিং ।
সহস্রবাহুভি র্যুক্তাং দিব্যাস্ত্রৈরভিসংবৃতৈঃ ॥ ১৯ ॥
দিব্যালঙ্কারভূষাঢ্যাং দিব্যগন্ধানুলেপনাং ।
সিংহ পৃষ্ঠেসমারূঢ়াং কদাচ্ছববাহনা ॥ ২০ ॥
চতুর্ভি র্বাহুভির্যুক্তা নবীন জলদ প্রভা ।
দ্বিভুজা চ চতুর্হস্তা তথা দশভুজা ক্ষণে ॥ ২১ ॥
অষ্টাদশভুজা কাপি শতসংখ্যভুজা তথা ।
অনন্তবাহুভি র্যুক্তা দিব্যরূপ ধরা ক্ষণে ॥ ২২ ॥
কচাচিদ্বিষ্ণুরূপাচ বামেচ কমলালয়া ।
রাধয়া সহিতাকস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী ॥ ২৩ ॥
বামাঙ্কাধিগতা বাণী কদাচিদ্‌ ব্রহ্মরূপিণী ।

কদাচিচ্ছিবরূপাচ গৌরী বামাঙ্গসংস্থিতা ॥ ২৪ ॥
এবং সর্ব্বময়ী দেবী কৃত্বা রূপাণ্যনেকধা ।
ব্যাসস্য সংশয়চ্ছেদং চকার ব্রহ্ম রূপিণী ॥ ২৫ ॥

অপিচ তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

নারদ উবাচ । ত্রিজগদ্বন্দ্য দেবেশ । ভক্তানুগ্রহকারক ।
ত্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ শুদ্ধাত্মা ব্রহ্ম সংজ্ঞকঃ ॥ ২৬ ॥
ত্বমেব বস্তুন স্তত্ত্বং জানাসি পরমেশ্বর ।
ন জানন্ত্যপরে দেবা ঋষয়ো বা জগৎপতে ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগৎ পাবনীং গঙ্গাং মূর্দ্ধ্না বহসি সাদরং ।
শশাঙ্কং রম্য মালোক্য তচ্ছিরোভূষণং কৃতং ॥ ২৮ ॥
ত্বং মে কথয় সর্ব্বজ্ঞ যত্ত্বাং পৃচ্ছামি সাম্প্রতং ।
যুষ্মাকং তপসোপাস্যং দৈবতং কিং মহেশ্বর ॥ ২৯ ॥
ত্বং যথা ভগবান্ বিষ্ণু র্ব্রহ্মাপি জগতাং পতিঃ ।
এতান্ সম্ভজতে ভক্ত্যা জায়তে পরমং পদং ॥
যাদৃক্ তদ্বচসা লোকে শক্তো বক্তুং ন ভূতলে ॥ ৩০ ॥
এবম্বিধানাং ভবতাং যদুপাস্যং হি দৈবতং ।
তদবশ্যং ময়া জ্ঞেয়ং ব্রূহিমে তৎ কৃপাময় ॥ ৩১ ॥
ব্যাস উবাচ । ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহাদেবঃ পুনঃ পুনঃ ।
বিচার্য্য তমুবাচেদং জৈমিনে মুনি পুঙ্গব ॥ ৩২ ॥
শ্রীমহাদেব উবাচ । যত্ত্বয়া প্রস্তুতং তাত তত্তু গুহ্যতমং পরং ।
ন প্রকাশ্যং কথং বৎস বক্ষ্যামি মুনি পুঙ্গব ॥ ৩৩ ॥
ব্যাস উবাচ । ইত্যুক্তো দেবদেবেন নারদ স্তত্র সংস্থিতঃ ।
প্রাঞ্জলি র্জগতাং নাথং প্রাহ নারায়ণং বিভুং ॥ ৩৪ ॥
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
বক্তুং কৃপণতাং ধত্তে স্বমুপাস্যং স দৈবতং ॥
ত্বমাজ্ঞাপয় দেবেশ প্রণতানাং কৃপাকর ॥ ৩৫ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ। কিং কার্য্যং তেনতে তাত যুষ্মাকং দেবতাবয়ং।
অস্মানেব সমারাধ্য পরং পদমবাপ্স্যসি।
অস্মাকং দৈবতেনাত্র ভবতঃ কিং প্রয়োজনং ॥ ৩৬ ॥
ব্যাস উবাচ। এবং তস্যাপি তদ্বাক্য মাকর্ণ্য মুনি সত্তমঃ।
তুষ্টাব স্তুতিবাক্যৈস্তু শিব বিষ্ণু কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৭ ॥

* * * *

ইত্যেবং সংস্তুবন্তং তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষি সত্তমং।
বিলোক্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ দেবং মহেশ্বরং ॥ ৩৮ ॥
বিষ্ণুরুবাচ। ভক্তোয়ং জ্ঞানবান্ দেব বিনীতো ব্রহ্মণঃ স্থতঃ
অনুগ্রাহ্য স্ত্বয়াবশ্যং যতস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্যাস উবাচ। মহেশ্বরোপি তেনোক্তং বাক্যমাকর্ণ্য বিষ্ণুনা।
ভদ্রমেব হি তংপ্রাহ প্রণতানাং কৃপাকরঃ ॥ ৪০ ॥

* * * *

শ্রীমহাদেব উবাচ। যা মূল প্রকৃতিঃ শুদ্ধা জগদম্বা সনাতনী।
সৈব সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সাস্মাকং দেবতাপিচ ॥ ৪১ ॥
অয়মেকো যথা ব্রহ্মা তথাচায়ং জনার্দ্দনঃ।
তথা মহেশ্বরশ্চাহং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ৪২ ॥
এবং হি কোটি কোটীনাং নানা ব্রহ্মাণ্ড বাসিনাং।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রী সা মহেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥
অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী।
তয়ৈতৎ সৃজ্যতে বিশ্বং তয়ৈব পরিপাল্যতে ॥
বিনাশ্যতে তয়ৈবান্তে মোহ্যতে চ তয়া জগৎ ॥ ৪৪ ॥
সৈব স্বলীলয়া পূর্ণা দক্ষকণ্যাঽভবৎ পুরা।
তথা হিমবতঃ পুত্রী তথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥
অংশেন বিষ্ণোর্বনিতা সাবিত্রী ব্রহ্মণ স্তথা ॥ ৪৫ ॥

* * * *

আসীজ্জগদিদং পূর্ব্ব মনর্কশশিতারকং।

অহোরাত্রাদি রহিত মনগ্নিকমদিঙ্মুখং।
শব্দস্পর্শাদিরহিত মন্যত্তেজোবিবর্জ্জিতং ॥ ৪৬ ॥
তত্র ব্রহ্মেতি যৎ শ্রুত্যা সদেকং প্রতিপাদ্যতে।
স্থিতা প্রকৃতি রেকা সা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা ॥ ৪৭ ॥
শুদ্ধ জ্ঞানময়ী নিত্যা বাচাতীতা সুনিষ্কলা।
দুর্গম্যা যোগিভিঃ সর্ব্বব্যাপিনী নিরুপদ্রবা।
নিত্যানন্দময়ী সূক্ষ্মা গুরুত্বাদিভি রুজ্ঝিতা ॥ ৪৮ ॥
সৃষ্টীচ্ছা সমভূত্তস্যা মুদা সদ্য স্বদৈবহি।
অরূপাপি দধে রূপং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ পরা ॥ ৪৯ ॥
ভিন্নাঞ্জননিভা চারু ফুল্লাম্ভোজ বরাননা।
চতুর্ভুজা রক্তনেত্রা মুক্তকেশী দিগম্বরা ॥
পীনোত্তুঙ্গস্তনী ভীমা সিংহপৃষ্ঠনিষেদুষী ॥ ৫০ ॥
ততঃ সা স্বেচ্ছয়া স্বীয়ৈ রজঃ সত্ত্বতমোগুণৈঃ
সসর্জ্জ পুরুষং সদ্য শ্চৈতন্যপরিবর্জ্জিতং ॥ ৫১ ॥
তং জাতং পুরুষং বীক্ষ্য সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মকং
সিসৃক্ষা মাত্মনস্তস্মিন্ সমাক্রাময় দিচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥
ততঃ স শক্তিমান্ সৃষ্ট্বা পুরুষত্রয়ং গুণত্রয়ৈঃ
ত্রয়ো বভূবুঃ পুরুষা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাহ্বয়াঃ ॥ ৫৩ ॥
তথাপি জায়তে নৈব সৃষ্টিরেবং বিলোক্য সা
দ্বিধা চক্রে পুমাংসং তং জীবঞ্চ পরমং তথা ॥ ৫৪ ॥
ত্রিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
মায়া বিদ্যাচ পরমেত্যেবং সা ত্রিবিধাঽভবৎ ॥ ৫৫ ॥
মায়া বিমোহিনী পুংসাং যা সংসার প্রবর্ত্তিকা
পরিস্পন্দাদিশক্তি র্যা পুংসাং সা পরমা মতা।
তত্ত্ব জ্ঞানাত্মিকা চৈব সা সংসার নিবর্ত্তিকা ॥ ৫৬ ॥
যাঁহাকে আরাধনা করিয়া বিরিঞ্চি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হরি

পালনকর্ত্তা এবং গিরিশ সংহারকর্ত্তা হইয়াছেন, যিনি যোগিগণের ধ্যেয়া, তত্ত্বার্থবিজ্ঞ মুনিগণ যাঁহাকে আদ্যা এবং পরমা প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই স্বর্গাপবর্গ প্রদা বিশ্বজননী দেবীকে প্রণাম করি।১।
যিনি স্বেচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়া, সেই নিজ সৃষ্ট জগতে নিজে জন্ম গ্রহণ করিয়া শম্ভুকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন এবং উগ্রতপঃসমূহের অনুষ্ঠানে শম্ভু ও যাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সেই ভবারাধ্যা ভবভাবিনী ত্রিভুবন রক্ষা করুন্ ॥ ২ ॥

* * * *

ভগবান্ বেদব্যাস সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ বেদ চতুষ্টয়কে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন " অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব কি ? " ॥ ৩ ॥

মুনি পুঙ্গব ! বিনয়াবনত ঋষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদগণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে যথাক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদ কহিলেন । সমস্ত ভূত যাঁহার ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরের অন্তর্গত, যাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত, ত্রিজগৎ যাঁহাকে পরম তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই দেবী ভগবতী স্বয়ং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যজুর্ব্বেদ বলিলেন । অখিল যজ্ঞ দ্বারা যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হয়েন, যাঁহার প্রভাবে আমরা [বেদগণ] প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, সেই এক মাত্র ভগবতী স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

সামবেদ বলিলেন । যৎকর্ত্তৃক এই নিখিল বিশ্ব ভ্রামিত হইতেছে, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন, যৎকর্ত্তৃক এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে—সেই এক মাত্র জগন্ময়ী দুর্গা পরব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

অথর্ব্ববেদ বলিলেন—ভক্তি হেতু অনুগৃহীত জনগণ যে সুরেশ্বরীকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং যে দুর্গাকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই প্রকৃতি ও পুরুষরূপে ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

শ্রুতিগণ এই রূপ বলিয়া মহামুনি ব্যাসকে পুনর্ব্বার কহিলেন আমরা যাহা বলিলাম, তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইব ॥ ৯ ॥

এই রূপ বলিয়া শ্রুতিগণ সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ রূপিণী সর্ব্ব-দেবময়ী পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

পরমে বিশ্বময়ি দুর্গে ! প্রসন্না হও, সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ত্রয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষত্রয় তোমার ইচ্ছা ক্রমে নিজগুণে কল্পিত, কিন্তু মাতঃ এই ত্রিভুবনে তোমার কল্পক কেহ নাই, অতএব জীব-বুদ্ধির দুরধিগম্য তোমার গুণ সকল বর্ণন করিতে সংসারে কে সমর্থ হইবে ? ১১ ॥

ত্রিজগদম্বিকে ! তোমাকে আরাধনা করিয়া হরি রণদুর্জ্জয় দৈত্য-গণকে নিহত করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করিতেছেন, শম্ভু তোমারই চরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্য ক্ষয়কারী কালকূট বিষ পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তোমার সেই অচিন্তনীয় চরিত্র প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কি বলিব ? ॥ ১২ ॥

যিনি মায়াবলম্বনে স্বীয়গুণের উপাদানে পরম পুরুষ পরমাত্মার দেহরূপিণী এবং চৈতন্য রূপিণী, অর্থাৎ দেহব্যাপিনী পরিস্পন্দাদি-রূপা পরমা শক্তি ; আবার সেই মহামায়ায় পরিমোহিত হইয়া ভেদ জ্ঞান বশতঃ জীবগণ, যে দেহ স্থিত চৈতন্য রূপিণীকে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অম্বিকে ! সেই তোমাকে প্রণাম ॥ ১৩ ॥

স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব প্রভৃতি উপাধি বিহীন তোমার যে স্বরূপ তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব, অতঃপর ত্রিজগতের সৃষ্টি বিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা প্রথমতঃ স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনিই শক্তি, এবং সেই শক্তিরই অর্দ্ধভেদে পরম পুরুষ আবির্ভূত হয়েন, অতএব এই প্রকৃতি পুরুষ উভয় মূর্ত্তিই শক্তির রূপান্তর মাত্র. এই প্রকৃতি পুরুষ উভয় লীলা তোমারই মায়া বিলাস মাত্র -- অতএব যাহা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাও তোমার শক্তি স্বরূপ বই আর কিছুই নহে ॥ ১৪ ॥

জলজাত এবং জলের কঠিন্যময় মূর্ত্তি করকাদি দর্শন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাহা যেমন জল বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই নিখিল জগতের বস্তুতত্ত্ব বিবেচনা করিলেও এক মাত্র শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের আর কোন স্বরূপ সত্তা থাকে না, শক্তি স্বরূপে বিনিশ্চিত বুদ্ধিকে পুরুষ স্বরূপে ধারণা করিলে তাহা পরম্পরারূপে ব্রহ্মে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুরুষরূপে পরিণত বুদ্ধিকে শক্তিরূপে নিশ্চয় করিলে তবে তাহা ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, কেননা, শক্তিই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

জীবের দেহে ষট্‌চক্রপদ্মে যে ব্রহ্মাদি ষট্ শিব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তোমা হইতে স্বতন্ত্রগণনা করিলে তাঁহারা সকলেই প্রেত, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে জড়রূপ, কেবল তোমাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা পরমেশ্বরত্ব লাভ করিতেছেন অর্থাৎ শক্তি প্রভাবে শিবরূপে পরিণত হইতেছেন, অতএব হে শিবে! ঈশ্বরত্ব যাহা তাহা শিবে নাই, কিন্তু তোমাতেই নিয়ত অবস্থিত। তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঈশ্বর, হে সুরকুল বন্দিত চরণারবিন্দে বিশ্বাত্মিকে দেবি দুর্গে! মা! আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হও॥ ১৬ ॥

সূত বলিলেন। মূর্ত্তিমতী শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা সংস্তুতা হইয়া সনাতনী জগদম্বা তাঁহাদিগকে স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৭ ॥

যদিও সেই মহাদেবী জ্যোতিঃ (চৈতন্য) রূপে সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিতা, তথাপি ব্যাসের সংশয়চ্ছেদন নিমিত্ত স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

সে আকৃতি সহস্র সূর্য্যের প্রভাময়ী, চন্দ্রকোটি সমানকান্তি, দিব্যাস্ত্র সমূহ সংবৃত সহস্র বাহুযুক্ত, দিব্য অলঙ্কার ও ভূষণে ভূষিত, দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত সিংহ পৃষ্ঠে সমারূঢ় ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

আবার কখনও শববাহনা চতুর্ভুজা অভিনব জলদপ্রভা এই

রূপে কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও দশভুজা অষ্টাদশভুজা শতভুজা এবং কখনও অনন্ত ভুজযুক্তা দিব্যরূপ ধারিণী ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

কখনও বিষ্ণুরূপা বামাঙ্গে লক্ষ্মী, কখনও শ্রীকৃষ্ণ রূপা রাধিকা তাঁহার বামাঙ্গ সঙ্গিনী ॥ ২৩ ॥

কখনও ব্রহ্মরূপিণী, সরস্বতী তাঁহার বামাঙ্গ সংস্থিতা, কদাচিৎ শিবরূপিণী, গৌরী তাঁহার বামাঙ্গ বিলাসিনী ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বময়ী ব্রহ্ম রূপিণী দেবী এইরূপে অনেক প্রকার রূপ ধারণ করিয়া ব্যাসের সংশয়চ্ছেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ত্রিজগদ্বন্দ্য ! দেবেশ ! ভক্তকৃপা-নিধান ! আপনি জ্ঞানি[illegible] শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বর ! [illegible] অভিজ্ঞান বিষয়ে আপনিই পরম পণ্ডিত, হে জগৎপতে [illegible] অপর দেবগণ এবং ঋষিগণ কেহই তাহা অবগত নহেন ॥ ২৭ ॥

ত্রিজগৎ পাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য জানেন বলিয়াই সমস্ত দেবতার মধ্যে কেবল আপনিই তাঁহাকে মস্তকে সাদরে ধারণ করিতেছেন, শশাঙ্কের সার সৌন্দর্য্য আপনি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে শিরোভূষণ করিয়াছেন, অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ ! যাহা আমি এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা বলুন্—মহেশ্বর ! আপনা-দিগেরও তপস্যার উপাস্য দেবতা কি ? ॥ ২৯ ॥

যেমন আপনি তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণু এবং জগৎপতি ব্রহ্মা, আপনা-দিগকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করিলে যেরূপ পরম পদ লাভ হয়, ভূতলে কেহ তাহা বর্ণন করিতেও সমর্থ নহে ॥ ৩০ ॥

আপনাদিগেরই ঈদৃশ অলৌকিক প্রভাব, আবার আপনাদিগের উপাস্য দেবতা যিনি, তাঁহার প্রভাব এবং তিনি কে তাহা আমি অবশ্য

জানিব। কৃপাময়! আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মুনি পুঙ্গব জৈমিনে! নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব পুনঃ পুনঃ বিচার পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩২ ॥

তাত! তুমি যাহার প্রস্তাব করিলে, তাহা অতি গুহ্যতম পরম তত্ত্ব। বৎস! সেই অপ্রকাশ্য তত্ত্ব কিরূপে বলিব ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন দেবদেব কর্ত্তৃক এই রূপে উক্ত হইয়া নারদ সেই স্থলেই অবস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জগন্নাথ বিভু নারায়ণকে বলিলেন ॥৩৪॥

ভগবান্ দেবদেব মহেশ্বর ভক্তানুকম্পী হইয়াও নিজ উপাস্য দেবতার পরিচয় প্রদানে কৃপণতা করিতেছেন। হে প্রণত-কৃপাকর! দেবেশ! আপনি তাঁহাকে উক্ত বিষয় প্রকাশ করিতে আদেশ করুন ॥৩৫

নারায়ণ বলিলেন, তাত! সে তত্ত্ব শ্রবণ করিতে তোমার প্রয়োজন কি ? আমরাই তোমাদিগের দেবতা, আ[illegible] [illegible] আরাধনা করিলেই তোমরা পরম-পদলাভ করিবে, আমাদিগে[illegible] দেবতা কে ? তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬

ব্যাস বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুরও এই রূপ বা[illegible] শ্রবণ করিয়া মুনি-সত্তম নারদ অনন্যোপায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুতি বাক্য দ্বারা শিব এবং বিষ্ণু উভয়কে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

* * * *

দেবর্ষি সত্তম নারদকে এই রূপে স্তব করিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু দেবদেব মহেশ্বরের প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

দেব! ব্রহ্মার পুত্র নারদ, ভক্ত, জ্ঞানবান্ এবং বিনীত, আপনাকে অবশ্যই ইহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে হইবে, যেহেতু আপনি ভক্ত-বৎসল ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন প্রণত-কৃপাকর মহেশ্বরও বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া "ভাল" এই বলিয়া নারদের প্রতি কহিলেন ॥ ৪০ ॥

* * *